ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রূপ-সনাতন রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অবধি বিষয়ত্যাগের উপায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-পাদাশ্রয় পাইবার জন্য 'কৃষ্ণমন্ত্রে' দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন। রূপগোস্বামী গৌড়ে দশহাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নৌকায় উঠাইয়া বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণের মধ্যে এবং দণ্ডবন্ধ-নিবারণের জন্য অর্থবিভাগ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বনপথে কোন্‌দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, ইহা জানিবার জন্য তিনি দুইজন চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাঠাইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামী পীড়াচ্ছলে পণ্ডিতগণকে লইয়া ভাগবতাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর বাদ্‌শাহ হুসেনসাহ প্রথমে বৈদ্যদ্বারা, পরে নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া সনাতনের রাজকার্য্য পরিত্যাগ-ছল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জেলখানায় (কারাগারে) আবদ্ধ করত উড়িষ্যা দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

শ্রীরূপদ্বারা ব্রজরসকেলিতত্ত্ব-প্রকটনকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনীয়াং রসকলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভু-দর্শনানন্তর রূপ-সনাতনের স্বগৃহে গমন ঃ—

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে ।
প্রভুরে মিলিয়া গেলা আপন-ভবনে ॥ ৩ ॥

বিষয়-ত্যাগ ও প্রভু-প্রাপ্তির জন্য উভয়ের পুরশ্চরণ ঃ—

দুইভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল ।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভু বনপথে যাত্রা করিলে শ্রীরূপ-গোস্বামী গৃহত্যাগ-সময়ে সনাতন-গোস্বামীকে সংবাদ পাঠাইয়া নিজ-ভ্রাতা অনুপম মল্লিকের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকট দশদিন রহিলেন। ইত্যবসরে বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মান করিলেন। শ্রীরূপকে বল্লভভট্টের সহিত মহাপ্রভু পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহার পর রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় পৌঁছিলে মহাপ্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। এইস্থলে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ব্রজজীবন কতকটা বর্ণন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশদিবস থাকায় মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ভক্তিরসতত্ত্ব সূত্র-রূপে শিক্ষা দিয়া রসামৃতসিন্ধু-রচনার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীরূপকে তথা হইতে বৃন্দাবন পাঠাইয়া মহাপ্রভু কাশী গিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫ ॥

শ্রীরূপের ফতেয়াবাদে স্বগৃহে আগমন ঃ—

শ্রীরূপ-গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া ।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ১/২, স্বজনবর্গকে ১/৪ ধন বিতরণ ঃ—

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধ-ধনে ।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে ॥ ৭ ॥

ভাবি-বিপদুদ্ধার-জন্য ধন-রক্ষণ ঃ—

দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা ।
ভাল-ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিলা ॥ ৮ ॥

গৌড়ে সনাতনের জন্য ১০,০০০ মুদ্রা-রক্ষণ ঃ—

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে ।
সনাতন ব্যয় করে, রাখে মুদি-ঘরে ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব) প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ-শক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক কাল-ধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনের রসকেলিবার্তা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। সঃ প্রভুঃ (শ্রীগৌরঃ) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিতঃ সন্) লোক-সৃষ্টিং প্রাক্ (বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদেঃ পূর্ব্বং) বিধৌ (বিধাতরি ব্রহ্মণি) ইব রূপে (শ্রীরূপগোস্বামিনি) নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য (নিধায়) কালেন (কালধর্ম্মেণ) লুপ্তাম্ (অন্তর্হিতামিতি) বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং (বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-বিলাস-কথাং) পুনঃ ব্যতনোৎ (প্রকাশিতবান্)।

৫। পুরশ্চরণ—মধ্য, ১৫শ পঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮। দণ্ডবন্ধ—উপস্থিত বিপদ্ রাজদণ্ড ও বন্ধনাদির নিবারণের জন্য।

প্রভুর পুরী-গমন ও বৃন্দাবনে গমনোদ্যাগ-বার্ত্তা-শ্রবণ ঃ—

শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি-গমন ।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১০ ॥

তজ্জন্য দূতদ্বয়-প্রেরণ ঃ—

রূপ-গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুইজন ।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥ ১১ ॥
“শীঘ্র আসি' মোরে তাঁর দিবা সমাচার ।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥” ১২ ॥

শ্রীসনাতনের রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ-সুযোগান্বেষণ ঃ—

এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে মনে মন ।
“রাজা মোরে প্রীতি করে, সে—মোর বন্ধন ॥ ১৩ ॥

রাজার অপ্রীতিভাজন হইবার যত্ন ঃ—

কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ।
তবে অব্যাহতি হয়, করিলুঁ নিশ্চয় ॥' ১৪ ॥

রোগের ছল ঃ—

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' রহে নিজ-ঘরে ।
রাজকার্য্য ছাড়িলা, না যায় রাজদ্বারে ॥ ১৫ ॥

স্বগৃহে ভাগবত-বিচার ঃ—

লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে ।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১৬ ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ।
ভাগবত-বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ ১৭ ॥

একদিন হঠাৎ বাদ্‌শাহের আগমন ঃ—

আর দিন গৌড়েশ্বর, সঙ্গে একজন ।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৮ ॥

সকলের সসম্ভ্রমে বাদ্‌শাহকে অভ্যর্থনা ঃ—

পাৎসাহ দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥ ১৯ ॥

বাদ্‌শাহের উক্তি, সনাতনের অভিসন্ধি-জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—“তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইলুঁ ।
বৈদ্য কহে,—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিলুঁ ॥ ২০ ॥
আমার যে কিছু কার্য্য, সব তোমা লঞা ।
কার্য্য ছাড়ি' রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২১ ॥
মোর যত কার্য্য-কাম, সব কৈলা নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥” ২২ ॥

সনাতনের রাজকার্য্যে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

সনাতন কহে,—“নহে আমা হৈতে কাম ।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥” ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। ছদ্ম—ছল।

১৬। যে-সময়ে সনাতন-গোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার অধীনে কতকগুলি 'কায়স্থ' কর্ম্মচারী ছিল। সনাতনের বৈরাগ্যভাব দেখিয়া তন্মধ্যে কোন কোন জন সনাতনের পদ পাইবার লোভে রাজকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কিংবদন্তী এই যে, সনাতন-গোস্বামী পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁন ঐ পদ পাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১৭। ভাগবত-বিচার—বিদ্যা 'দুই' প্রকার ; (মুঃ উঃ ১।১।৪-৫)—“দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।”✤ পরা বিদ্যার কথা ব্রহ্ম-সূত্রে বা বেদান্তেই আখ্যাত হইয়াছে। মুক্তিকামী বৈদান্তিকগণ—ধর্ম্মার্থকামীর ন্যায় কৈতবযুক্ত। তজ্জন্য অপরা-বিদ্যাপর ও পরা-বিদ্যাপর শাস্ত্রসমূহের শুদ্ধভক্তিবিরোধী মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত যে-সকল বক্তব্যাদি, তাহা সমস্তই ছলপূর্ণ ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র তাদৃশ নহেন। যমদণ্ড্য কর্ম্মিগণ বা অহংগ্রহোপাসকগণ শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারে সম্পূর্ণ অযোগ্য ; বৈষ্ণবগণই একমাত্র ভাগবতের বিচার করিয়া ভক্তিবলে সংসার হইতে বিমুক্ত হন ; (ভাঃ ১২।১৩।১৮)—“শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং, যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং, তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।”✱

১৮। গৌড়েশ্বর—আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সাহ সেরিফ মক্কা ১৪২০ শকাব্দ হইতে ১৪৪৩ শকাব্দা পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ১৪২৪ শকাব্দায় এই হুসেন সাহই শ্রীসনাতনের সভায় উপস্থিত হন।

✤ *ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন,—বিদ্যা পরা ও অপরা-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া জানিতে হইবে। তন্মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—ইহারা অপরা বিদ্যা। আর যাহাদ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা।*

✱ *শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মল পুরাণ—ইহা বৈষ্ণবগণের প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য-জ্ঞান বর্ণিত আছে—জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্তি লাভ করেন।*

বাদ্‌শাহের ক্রোধোক্তি ঃ—

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার ।
"তোমার 'বড় ভাই' করে দস্যু-ব্যবহার ॥ ২৪ ॥
জীব-পশু মারি' কৈল চাক্‌লা সব নাশ ।
এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥" ২৫ ॥

সনাতনের কার্য্যচ্যুতিরূপ শাস্তি-প্রার্থনা ঃ—

সনাতন কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর ।
যে যেই দোষ করে, দেহ' তার ফল ॥" ২৬ ॥

বাদ্‌শাহের আজ্ঞায় সনাতনের বন্ধন ঃ—

এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা ।
পলাইব বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৭ ॥

বাদ্‌শাহের উড়িষ্যায় অভিযান ; সনাতনকে সঙ্গে আহ্বান ঃ—

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ।
সনাতনে কহে,—"তুমি চল মোর সাথে ॥" ২৮ ॥

বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে সনাতনের অসহযোগ ঃ—

তেঁহো কহে,—"যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ।
মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে ॥" ২৯ ॥

বাদ্‌শাহের যাত্রা, প্রভুরও পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

তবে তাঁরে বান্ধি' রাখি' করিলা গমন ।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ৩০ ॥

শ্রীরূপকে সেই দূতদ্বয়ের প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা-বার্ত্তা-দান ঃ—

তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইল ।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু'—আসিয়া কহিল ॥ ৩১ ॥

সনাতনকে পত্রে রূপের সানুজ প্রভুদর্শনার্থ যাত্রা-সংবাদ-জ্ঞাপন, ও তাঁহাকে যে-কোন উপায়ে চলিয়া আসিতে আহ্বান ঃ—

শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিলা সনাতন-ঠাঞি ।
'বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৩২ ॥
আমি-দুইভাই চলিলাঙ তাঁহারে মিলিতে ।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি' আইস তাঁহা হৈতে ॥ ৩৩ ॥

গৌড়ে রক্ষিত ১০,০০০ মুদ্রা সাহায্যে বন্ধন-মোচন করিতে যুক্তি-দান ঃ—

দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে ।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥ ৩৪ ॥
যৈছে তৈছে ছুটি' তুমি আইস বৃন্দাবন ।'
এত লিখি' দুইভাই করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥

অনুপমের পরিচয় ঃ—

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ' ।
রূপ-গোসাঞির ছোটভাই—পরম বৈষ্ণব ॥ ৩৬ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াগে আগমন ও তথায় প্রভুর অবস্থিতি-শ্রবণে আনন্দ ঃ—

তাঁহারে লঞা রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি' আনন্দিত হৈলা ॥ ৩৭ ॥

প্রয়াগে প্রভুর বিন্দুমাধব-দর্শন ও লোক-সংঘট্ট ঃ—

প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ ৩৮ ॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায় ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯ ॥

প্রেমবন্যায় প্রয়াগ নিমগ্ন ঃ—

গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥ ৪০ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের একটু নিভৃতে অবস্থান ঃ—

ভিড় দেখি' দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দরশনে ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪-২৭। কথিত আছে, সনাতন গোস্বামীকে বাদ্‌শাহ হুসেনসাহ 'কনিষ্ঠ ভাই' বলিয়া মনে করিতেন। যখন সনাতন কর্ম্মত্যাগের নিতান্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন হুসেনসাহ প্রণয়-রোষপূর্ব্বক বলিলেন যে,—"আমি তোমার 'বড় ভাই' ; আমি কিছু রাজ্যপালন করি না, আমি সৈন্যগণ লইয়া যুদ্ধদ্বারা শুধু দেশবিদেশ লুটিয়া বেড়াই এবং জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড়-চাক্‌লার মধ্যে মৃগয়া করিয়া বহুবিধ জীব-পশু নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি ; তোমার বড় ভাই আমি যখন কেবল দস্যু-ব্যবহার ও জীবনাশ-কার্য্যে রহিলাম, আর, ছোট ভাই তুমিও যখন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সব কার্য্য নাশ করিলে, তখন রাজ্য কিরূপে চলিবে?" সনাতন রহস্য করিয়া বলিলেন,—'তুমি—গৌড়েশ্বর, স্বতন্ত্র রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ; যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহার ফল দান কর।' এইবাক্যে গূঢ়রহস্য আছে,—রাজা নিজে দস্যুবৎ ব্যবহার করেন, অতএব তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন এবং মন্ত্রীর (আমার) যখন কার্য্যে আলস্য, তখন তাহার (আমার) কর্ম্মচ্যুতিরূপ ফল হউক।' ইহাতে সনাতনের অভিলষিত বিষয় বুঝিয়া গৌড়েশ্বর উঠিয়া গেলেন।

৩৩। আমি-দুই ভাই—আমি রূপ ও মদ্ভ্রাতা (অনুজ) অনুপম বা বল্লভ।

অনুভাষ্য

২৮। ১৪২৪ শকাব্দায় হুসেন সাহ উৎকলের সামন্তরাজ-গণকে বাধ্য করেন।

৩৬। আদি, ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা ঃ—

প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি' ।
উর্দ্ধবাহু করি' বলে—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৪২ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার ।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৩ ॥

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয় ।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥ ৪৪ ॥

নির্জ্জনে প্রভুসহ ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন ঃ—

বিপ্র-গৃহে আসি' প্রভু নিভৃতে বসিলা ।
শ্রীরূপ-বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫ ॥

উভয়ের দৈন্যোক্তি ঃ—

দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া ।
প্রভু দেখি' দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৪৬ ॥
নানা শ্লোক পড়ি' উঠে, পড়ে বার বার ।
প্রভু দেখি' প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥ ৪৭ ॥

তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর প্রীতি ঃ—

শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ।
"উঠ, উঠ, রূপ, আইস", বলিলা বচন ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণকৃপায় জীবের সংসার-মোচন-বর্ণন ঃ—

"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে ।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে ॥ ৪৯ ॥

যে-কোন কুলোদ্ভব বৈষ্ণবই ভগবানের ন্যায় সকলের সর্ব্বথা পূজ্য ঃ—

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥" ৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও উভয়ের মস্তকে স্ব-চরণার্পণ ঃ—

এই শ্লোক পড়ি' দুঁহারে কৈলা আলিঙ্গন ।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিলা চরণ ॥ ৫১ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভু-স্তব ঃ—

প্রভু-কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি' ।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি' ॥ ৫২ ॥

স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় এবং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগৌরের প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপ-বচন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৫৩ ॥

গ্রন্থকারের গৌর-প্রণাম ঃ—

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১।২) গ্রন্থকারবাক্য—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্ ।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরূপের নিকট সনাতনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা ।
'সনাতনের বার্ত্তা কহ'—তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে-ব্রাহ্মণ হইলেই 'ভক্ত' হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয় ; ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র ; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

৫৩। মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

৫৪। যে দয়ালু পুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞানব্যাধি হইতে মোচন করত স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুত-চেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই।

অনুভাষ্য

৫০। অভক্তঃ (শুদ্ধভক্তিবিহীনঃ) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদনিপুণঃ ব্রাহ্মণঃ) মে (মম) প্রিয়ঃ ন (ভবতি) ; মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ (সুনীচ-কুলোদ্ভবোঽপি) মে প্রিয়ঃ (ভবতি) ; তস্মৈ (শুদ্ধভক্তায় নীচ-কুলোদ্ভবায় শ্বপচায়) [অপি চতুর্ব্বেদকুশলৈর্ব্রাহ্মণাদিভিঃ এব সম্মানাদিকং] দেয়ম্ ; ততঃ (তস্মাৎ নীচকুলোদ্ভূতাৎ শ্বপচাৎ অপি শুদ্ধভক্তাৎ) গ্রাহ্যং (তদুচ্ছিষ্টাদিকং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ), যথা অহং (সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ) পূজ্যঃ [তথা] সঃ (শ্বপচকুলজাতোঽপি ভক্তঃ) [তচ্ছিষ্যস্থানীয়-ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ এব পূজ্যঃ চ]।

৫৩। মহাবদান্যায় (অতুলপরমকরুণাময়ায়) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় (শিববিরিঞ্চদুর্ল্লভকৃষ্ণপ্রেমদাতৃপ্রবরায়) কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে (কৃষ্ণচৈতন্যাখ্যায়) গৌরত্বিষে (শ্রীরাধাদ্যুতিসুবলিত-গৌরকান্তিময়ায়) কৃষ্ণায় (গোপীজনবল্লভায় গোবিন্দায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৫৪। যঃ দয়ালুঃ (করুণাময়বিগ্রহঃ) অজ্ঞানমত্তং (মায়াবাদ-কর্ম্মফলভোগাদি-মার্গ-কারণে অজ্ঞানে মত্তং বিহ্বলং) ভুবনং (লোকং) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজকৃষ্ণপ্রীতিরূপা সম্পৎ শ্রীঃ সা এব সুধা অমৃতং তয়া) উল্লাঘসন্ (তত্তজ্জ্ঞানাদিকং প্রশময়ন্) প্রমত্তং (ভোগমোক্ষাদি-প্রাকৃতবিষয়াদ্যনুসন্ধানরহিতং নিরন্তর-

রূপকর্তৃক সনাতনের কারাবন্ধন-সংবাদ-দান ঃ—

রূপ কহেন,—"তেঁহো বন্দী রাজ-ঘরে ।
তুমি যদি উদ্ধার', তবে হইবে উদ্ধারে ॥" ৫৬ ॥

প্রভুকর্তৃক সনাতনের বন্ধন-মোচন-সংবাদ-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সনাতনের হঞাছে মোচন ।
অচিরাৎ আমা-সহ হইবে মিলন ॥" ৫৭ ॥

সেইদিন উভয়ের তথায় অবস্থান ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা ।
রূপ-গোসাঞি সে-দিবস তথাঞি রহিলা ॥ ৫৮ ॥

উভয়ের প্রভুভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

ভট্টাচার্য্য দুই ভাইয়ে নিমন্ত্রণ কৈল ।
প্রভুর শেষপ্রসাদ-পাত্র দুইভাই পাইল ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর বাসস্থানের নিকটে উভয়ের অবস্থান ঃ—

ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসা-ঘর স্থান ।
দুইভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥ ৬০ ॥

প্রভুসহ বল্লভ-ভট্টের মিলন ঃ—

সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে ।
মহাপ্রভু আইলা শুনি' আইল তাঁর স্থানে ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। বল্লভ-ভট্ট—ইনি বৈষ্ণবপণ্ডিত। প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকেই লোকে 'বল্লভাচার্য্য' বলে। গোকুলে এবং বোম্বাই-প্রদেশে ইঁহার অনেক আধিপত্য। ইঁহার কৃত 'অনুভাষ্য', 'ষোড়শ গ্রন্থ' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণানুশীলানসক্তম্) অকরোৎ, অমুং (তং) অদ্ভুতেহম্ (অশ্রুত-পূর্ব্বচেষ্টাযুক্তং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] প্রপদ্যে (প্রপন্নোঽস্মি)।

৬১। বল্লভভট্ট—ইনি ত্রৈলঙ্গদেশে 'নিডাডাভলু'-রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাকুঁরপাঢ়ু'-নামক গ্রামনিবাসী 'লক্ষ্মণ-দীক্ষিতে'র তনয়। আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে,—বেল্লন-নাটী, বেগী-নাটী, মুরকি-নাটী, তেলগু-নাটী ও কাশল-নাটী ; তন্মধ্যে বেল্লনাটী আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে ১৪০০ শকাব্দায় শ্রীবল্লভাচার্য্য জাত হন। কেহ কেহ বলেন,—বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন, পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

অন্যমতে,—বিক্রমসম্বৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দার চৈত্রী কৃষ্ণ একাদশী-তিথিতে ত্রৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী-ব্রাহ্মণ

বল্লভভট্টের প্রভু-প্রণাম, উভয়ের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল ততক্ষণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ ও বল্লভকে বহিরঙ্গ-দর্শনে তৎ-সঙ্গোপন ঃ—

কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল ।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে বল্লভের বিস্ময় ঃ—

অন্তরে গর-গর প্রেম, নহে সম্বরণ ।
দেখি' চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬৪ ॥

প্রভুকে ভট্টের নিমন্ত্রণ, ভট্ট-সমীপে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয়-দান ঃ—

তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ।
মহাপ্রভু দুইভাই তাঁহারে মিলাইলা ॥ ৬৫ ॥

অমানী হইয়া উভয়ের বল্লভকে মান-দান ঃ—

দুইভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া ।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈলা অতি দীন হঞা ॥ ৬৬ ॥

ভট্টের আলিঙ্গন-চেষ্টায় উভয়ের পশ্চাদ্গমন ঃ—

ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে ।
"অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে ॥" ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আড়াইল-গ্রাম—সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর পারে (প্রায় একমাইল দূরে) অড়েলী-গ্রাম বা আড়াইল-গ্রাম ; (এখানে 'বল্লভী'-সম্প্রদায়ের একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির বর্ত্তমান।)

অনুভাষ্য

বংশসম্ভূত 'খম্ভংপাটীবারু' উপাধিধারী লক্ষ্মণ-ভট্টদীক্ষিতের পুত্র-রূপে বল্লভাচার্য্য 'চম্পকারণ্যে', মতান্তরে,—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বি, এন, আর, লাইনে রাজিম ষ্টেশনের নিকট চাঁপাঝার-গ্রামে প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি-শ্রবণ ঘটে। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রা-তীরে বিদ্যানগরে গমনপূর্ব্বক বুক্করাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাসবিধান করেন। অতঃপর তিনবার ষড়বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে 'মহালক্ষ্মী'-নাম্নী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল গ্রামে অবস্থিতি করেন। ইঁহার দুইপুত্র —গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শেষবয়সে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৪৫২ শকাব্দায় তিনি বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। বল্লভের 'ষোড়শগ্রন্থ', ব্রহ্মসূত্রের 'অনুভাষ্য', শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী'-টীকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

কুলীন পণ্ডিতাভিমানী বল্লভকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে প্রভুর জড়-প্রতিষ্ঠা-দান বা ছলনা ঃ—

ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন ।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥ ৬৮ ॥
"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ!!" ৬৯ ॥

উভয়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ভট্টের বিস্ময় ও উভয়কে সর্ব্বোত্তম-জ্ঞান ঃ—

দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি' ।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি' ॥ ৭০ ॥
"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন ।
এই দুই 'অধম' নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"৭২॥

ভট্টের সুবুদ্ধি-দর্শনে ও সুসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুর প্রশংসা ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৭৩ ॥

নীচবংশোদ্ভূত হইলেও হরিভক্তই পূজ্য, অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুব বেদজ্ঞ হইলেও ঘৃণ্য ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১১।১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৭৪ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর প্রেম, প্রভাব-সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর প্রেমাবেশ, আর প্রভাব ভক্তিসার ।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি' ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৭৬ ॥

সগণ প্রভুসঙ্গে নদী উত্তরণ ঃ—

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা ।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা ॥ ৭৭ ॥

যমুনার নীলজল-দর্শনে কৃষ্ণোদ্দীপনহেতু প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

যমুনার জল দেখি' চিক্কণ শ্যামল ।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর যমুনায় ঝম্পপ্রদান, সকলের ত্রাস ঃ—

হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল ভয়-কাঁপ ॥ ৭৯ ॥

প্রভুকে নৌকায় উত্তোলন, প্রভুর নৃত্য ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল ।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ৮০ ॥

নৃত্যভরে নৌকা বিচলিত-প্রায় ঃ—

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল ।
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ ৮১ ॥

বহিরঙ্গ ভট্ট-সমীপে সম্বরণ-চেষ্টা-সত্ত্বেও প্রভুর প্রেম-মত্ততা ঃ—

যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন ।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম, নহে সম্বরণ ॥ ৮২ ॥

প্রভুর ধৈর্য্য-ধারণ ; পরপারে অবতরণ ঃ—

দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইল ।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪-৭৫। সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব-কল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত, কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জনমাত্র।

অনুভাষ্য

৭২। মধ্য, ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৪। সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ (সতী ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তিঃ এব দীপ্তাগ্নিঃ তেন দগ্ধং নিঃশেষিতং দুর্জ্জাত্যাদিকম্ এব কল্মষং প্রারব্ধং পাপং যস্য সঃ, অতঃ কৃষ্ণভজনাদেব) শুচিঃ (সদাচারঃ) শ্বপাকঃ (অতি-নীচকুলোদ্ভবঃ) অপি বুধৈঃ (বিদ্বদ্ভিঃ) শ্লাঘ্যঃ (বরণীয়ঃ), (পরন্তু) নাস্তিকঃ (ভগবৎ-সেবাবিমুখঃ) বেদজ্ঞঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। সে-দেশ অনেকটা প্রেমশূন্য ও সম্মুখস্থিত বল্লভ-ভট্টও অনেকটা তর্কপ্রিয় ব্যক্তি ; ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধরিলেন।

অনুভাষ্য

(বেদশাস্ত্রপারঙ্গতঃ ব্রাহ্মণঃ অপি) ন [পূজ্যঃ, দুঃসঙ্গত্বাৎ পরমার্থপথিকেন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবেত্যর্থঃ]।

৭৫। ভগবদ্ভক্তিবিহীনস্য (কৃষ্ণসেবা-বিমুখস্য) জাতিঃ (প্রাক্তন-সুকৃতিবশাৎ উত্তমকুলে জন্মাদিকং) শাস্ত্রং (স্বাধ্যায়াদিকং) জপং (মন্ত্রোচ্চারণাদিকং), তপঃ (সাধনাদ্যনুশীলনং)—[এতৎ সর্ব্বমেব] অপ্রাণস্য (মৃতস্য) দেহস্য মণ্ডনম্ (অলঙ্করণম্ ইব ব্যর্থমকিঞ্চিৎকরং) লোকরঞ্জনং (ব্যবহারিকং জড়লোকানাং বহির্দ্দর্শন-সুখকরমিব নিষ্ফলমিত্যর্থঃ)।

৮২। দুর্ব্বার—যাহার প্রকাশ নিবারণ অর্থাৎ বন্ধ করা যায়

বল্লভকর্ত্তৃক স্নানান্তে প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে, মধ্যাহ্ন করাঞা।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে লঞা ॥ ৮৪ ॥

বল্লভের স্বহস্তে প্রভুর পদ-ধৌতি ও সবংশে পাদোদক-সম্মান ঃ—

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥ ৮৫ ॥

প্রভুকে নববস্ত্র দান ঃ—

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৮৬ ॥

প্রভুকে পূজা ও বলভদ্র-দ্বারা অন্নপাক ঃ—

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি' পাক করাইল ॥ ৮৭ ॥

প্রভুর ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বল্লভ-গৃহে ভোজন সম্পাদন ঃ—

ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞি-দুইভাইয়ে করাইল ভোজনে ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরূপ ও কৃষ্ণদাসের প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি ঃ

ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল 'অবশেষ'।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮৯ ॥

বল্লভকর্ত্তৃক প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঃ—

মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥ ৯০ ॥

ভোজন সমাপন করিয়া বল্লভের পুনরাগমন ঃ—

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি' আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৯১ ॥

ত্রিহুত-পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥ ৯২ ॥

প্রভুকে বন্দনা, প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন ॥ ৯৩ ॥

উপাধ্যায়কে কৃষ্ণবর্ণনে আদেশ ঃ—

শুনি' আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহিল,—"কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥" ৯৪ ॥

উপাধ্যায়ের স্বকৃত শ্লোক-পঠন, প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৯৫ ॥

শ্রীনন্দ-প্রণাম ঃ—

পদ্যাবলীতে (১২৬)-ধৃত শ্লোক—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৬ ॥

'আগে কহ',—প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল ॥ ৯৭ ॥

যামুন-কুঞ্জবিহারী-কৃষ্ণ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৯৮)-ধৃত শ্লোক—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯২। রঘুপতি-উপাধ্যায়ের কৃত কয়েকটী শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিবাস—তির্হুত বা মিথিলা-দেশে।

৯৬। ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন ; (আমি কিন্তু) এইস্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

৯৮। কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেইবা তাহা প্রতীতি করিবে যে,—সূর্য্যতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরম-ব্রহ্ম লীলা করেন?

অনুভাষ্য

না ; উদ্ভট—উদার, শ্রেষ্ঠ, অভিনব, বিচিত্র, প্রসিদ্ধ, অসাধারণ, প্রবল।

৮৩। দেশ-পাত্র—মগ্নপ্রায় নৌকার উপর নৃত্যাদি সুবিধা-জনক নহে ; আবার, বল্লভদীক্ষিতের ন্যায় হীনপ্রেম পণ্ডিতের নিকটও সাত্ত্বিকভাবের উল্লাস হয় না।

৯২। 'তিরুটিয়া' বা 'তির্হুটিয়া'—বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটী জিলা তির্হুট্-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ; এই প্রদেশের অধিবাসীকে 'তিরুটিয়া' বলে।

৯৬। ভবভীতাঃ (সংসার-ভয়াতুরাঃ) অপরে (হরিজনেতরাঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ) শ্রুতিং (বেদশাস্ত্রম্), ইতরে (হরিজনেতরাঃ কেচন ফলকামি-কর্ম্মিণঃ) স্মৃতিং (লৌকিক-প্রয়োগানুষ্ঠানপর-শাস্ত্রম্), অন্যে (সংসারিণঃ) ভারতং (মহাভারতাদি-সকলজনসুখ-পাঠ্যগ্রন্থাদিকং) ভজন্তু ; অহং তু ইহ (জগতি) [তং] নন্দং (ব্রজেন্দ্রং) বন্দে,—যস্য (নন্দস্য) অলিন্দে (বহির্দ্বার-প্রাঙ্গণে) পরংব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ) [বিরাজতে]।

৯৮। গোপতি-তনয়াকুঞ্জে (গোপতিঃ সূর্য্যঃ তস্য তনয়া কালিন্দী তস্যাঃ তটস্থকুঞ্জে) গোপবধূটীবিটং (গোপবধূট্যাঃ

রঘুপতির শ্লোক-পঠনে প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

প্রভু কহেন,—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা ।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা ॥ ৯৯ ॥

উপাধ্যায়ের বিস্ময় ও প্রভুকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ঃ—

প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার ।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো—কৃষ্ণ'—করিল নির্দ্ধার ॥ ১০০ ॥

প্রভু-রঘুপতি-সংলাপ ; প্রভুর প্রশ্ন ও উপাধ্যায়ের উত্তর-প্রদান ঃ—

(১) কৃষ্ণের 'শ্যাম'রূপই শ্রেষ্ঠ ঃ—

প্রভু কহে,—"উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'শ্যামমেব পরং রূপং'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০১ ॥**

(২) মথুরাই শ্রেষ্ঠ ধাম ঃ—

'শ্যাম'-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'পুরী মধুপুরী বরা'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০২ ॥**

(৩) কিশোর-বয়সই আরাধ্য ঃ—

"বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৩ ॥**

(৪) অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসই সর্ব্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ-আরাধ্য ঃ—

"রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'আদ্য এব পরো রসঃ'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৪ ॥**

প্রভুর আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে ।"
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদ্গদ-স্বরে ॥ ১০৫ ॥

পদ্যাবলীতে (৮২)-ধৃত মাধবেন্দ্রপুরীকৃত-শ্লোক—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা ।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর-বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ রস।

অনুভাষ্য

তরুণ্যঃ স্বল্পবয়স্কাঃ গোপরামাঃ,—ক্ষুদ্রার্থে টীপ্, তাসাং বিটং লম্পটং) [পরং] ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ) [বিরাজতে ইতি] সম্প্রতি কং [জনং] প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (সমর্থো ভবামি), কঃ বা প্রতীতিং (বিশ্বাসম্) আয়াতু (স্থাপয়েৎ)।

৯৯। আলুয়াইলা—অসংলগ্ন হইল ; প্রাকৃত-বিচার-শূন্য হইয়া মন উদাসীন হওয়ায় দৈহিক ক্রিয়াও শ্লথ হইল।

১০১। প্রভু রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম ও নৃসিংহাদি ভগবানের অসংখ্য আকার (রূপ) আছে ; তন্মধ্যে তুমি কোন্ আকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া জানিয়াছ?

প্রভুর আলিঙ্গন, উপাধ্যায়ের নৃত্য ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥ ১০৭ ॥

বল্লভের বিস্ময়, পুত্রকে প্রভুপদে সমর্পণ ঃ—

দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল ।
দুই (?) পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল ॥ ১০৮ ॥

আড়াইল-গ্রামবাসীর প্রভু-দর্শন ও বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ।
প্রভু-দরশনে সব লোক 'কৃষ্ণভক্ত' হইল ॥ ১০৯ ॥

ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ, বল্লভের নিবারণ ঃ—

ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ ॥ ১১০ ॥
"প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে ।
প্রয়াগে চালাইব, ইঁহা না দিব রহিতে ॥ ১১১ ॥
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ ।"
এত বলি' প্রভু লঞা করিল গমন ॥ ১১২ ॥

প্রভুকে লইয়া নৌকায় পরপারে প্রয়াগে
বল্লভের আগমন ঃ—

গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাঞা ।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লঞা ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর দশাশ্বমেধঘাটে নিভৃতে শ্রীরূপকে
শক্তিসঞ্চার ও শিক্ষাদান ঃ—

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা ।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করা'ন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥১১৪॥

অনুভাষ্য

১০২। কৃষ্ণ কখনও মাথুরমণ্ডলে, কখনও বা দ্বারকাপুরে পরব্যোমে অবস্থান করেন ; এতদুভয়ের মধ্যে মধুপুরীরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল ; শ্রীরূপপাদ 'উপদেশামৃতে'—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ইত্যাদি।

১০৩। কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের মধ্যে তোমার কোন্‌টী উপাদেয় বলিয়া মনে হয়?

১০৬। [ভগবদ্রূপাণাং বর্ণাকারাণাং ভগবন্মূর্ত্তিভেদানাং মধ্যে] শ্যামং (নন্দনন্দন-শ্যামসুন্দরস্য অভ্রবপুঃ) রূপম্ এব পরং (শ্রেষ্ঠম্) ; [পুরীণাং বৈকুণ্ঠ-মথুরাদীনাং মধ্যে] মধুপুরী পুরী (মথুরা এব) বরা (শ্রেষ্ঠা) ; [বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-বয়সাং মধ্যে যৌবনপূর্ব্বং ধীরললিত-নায়কোচিতং] কৈশোরকং বয়ঃ [এব] ধ্যেয়ং (নিরন্তরমারাধ্যম্) ; [চিন্ময়রসভেদানাং মধ্যে] আদ্যঃ (মধুরঃ শৃঙ্গারঃ) রসঃ এব পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ)।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সীমা-শিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১১৫ ॥

রামানন্দ-কীর্ত্তিত ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীরূপকে উপদেশ ঃ—

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥ ১১৬ ॥

শ্রীরূপ-হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি ঃ—

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা ॥ ১১৭ ॥

কবিকর্ণপূরের স্বকৃত-গ্রন্থে শ্রীরূপ-শিক্ষার উল্লেখ ঃ—

শিবানন্দ-সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর'।
'রূপের মিলন' স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১১৮ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনদ্বারা প্রভুর ব্রজলীলা-কথা-প্রকাশ ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১৯ ॥

শ্রীরূপের অনুগ্রহ-বিধানকারী প্রভু ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।২৯)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২০ ॥

প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রভুর সর্ব্বস্ব শ্রীরূপে
ভক্তিরসতত্ত্ব-শাস্ত্র-বিস্তার ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩০)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১২১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। প্রান্ত—সীমা।

১১৯। কালে বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

১২০। যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে, তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত, স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব, প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গন-দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

১২১। নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাস-রূপ শ্রীরূপ-গোস্বামীতে প্রভু (ভক্তিরস-শাস্ত্র) বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১০৮। দুইপুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৪ বা ১৪৩৫ শকাব্দায় প্রয়াগে উপনীত হন ; তৎকালে বিঠ্ঠলের জন্ম হয় নাই ; মধ্য, ১৮শ পঃ ৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। ভগবান্ অনন্তশক্তিসম্পন্ন। শক্তিমান্ ভগবান্ হইতে সুকৃতিমান্ জীব কৃপা-শক্তি লাভ করেন। মায়াকবলে পতিত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ অজ্ঞানবশতঃ জীব সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বে অপ্রবিষ্ট থাকেন। ভগবান্ গৌরহরি কৃপা করিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামীকে তত্ত্ববোধ-শক্তি পূর্ব্বে অর্পণ করিয়া তত্ত্বশিক্ষা দিলেন।

১১৯। কালেন (ভগবদিচ্ছারূপ-কালবশেন) বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা (বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী রসক্রীড়া-কথা) লুপ্তা (আচ্ছন্না আসীৎ) ইতি (অতঃ) তাং (কথাং) বিশিষ্য (বিশিষ্টাং কৃত্বা) খ্যাপয়িতুং (প্রকাশয়িতুং) দেবঃ (শ্রীগৌরহরিঃ) তত্রৈব বৃন্দাবনে রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন (করুণাসুধা-বারিণা) অভিষিষেচ (অভি-ষিক্তবান্)।

১২০। যঃ (শ্রীরূপঃ) প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ (প্রিয়স্য গৌরস্য গুণগণৈঃ গুণসমূহৈঃ) গাঢ়বদ্ধঃ (গাঢ়ম্ অতিশয়ং বদ্ধঃ আসক্তঃ) অপি গেহাধ্যাসাৎ (লীলাভিনীত-গৃহাসক্তেঃ) মুক্তঃ (ত্যক্তস্পৃহঃ) আসীৎ, তং (শ্রীরূপম্) অনুপমেন (অনুজেন) সমং (সার্দ্ধম্) অমূর্ত্তঃ অপি পরঃ মূর্ত্তঃ রসঃ ইব (স্বরূপং প্রকটীকৃত্য) দেবঃ (গৌরঃ) প্রয়াগে (গঙ্গাযামুনসঙ্গমে) প্রেমালাপৈঃ দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ (গাঢ়ালিঙ্গনবিলাসৈঃ) অনুজগ্রাহ (অনুকম্পাং কৃতবান্)।

১২১। প্রিয়স্বরূপে (প্রিয়ঃ ভক্তঃ তৎস্বরূপঃ যঃ তস্মিন্ ভক্তরূপে) দয়িতস্বরূপে (দত্তম্ আত্মস্বরূপং যস্মৈ তস্মিন্) প্রেমস্বরূপে (প্রেমময়-নিজাভিন্ন-রূপে) সহজাভিরূপে (সহজং স্বাভাবিকম্ অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপং যস্য তস্মিন্) নিজানুরূপে (প্রেমপ্রকাশকতয়া সদৃশং রূপং যস্য তস্মিন্) একরূপে (একং মুখ্যং রূপং যস্য তস্মিন্) স্ববিলাসরূপে (স্বস্য স্বস্বরূপস্য বিলাসঃ লীলার্থং রূপং যস্য তস্মিন্) রূপে (শ্রীরূপ-গোস্বামিনি) প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) ততান (শ্রীরূপদ্বারৈব ভক্তিরসশাস্ত্রং প্রকাশিতবান্)।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে-স্থানে ।
প্রভু কৃপা কৈলা যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-সনাতন—সমগ্র গৌরভক্তের প্রিয়তম ঃ—

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র ।
রূপ-সনাতন—সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥ ১২৩ ॥

সকলের আদরের দৃষ্টান্ত ; বৃন্দাবন-দর্শনকারীকে রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে সাগ্রহ জিজ্ঞাসা ঃ—

কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন ।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১২৪ ॥
"কহ,—তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন ?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন ?? ১২৫ ॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ?"
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ ১২৬ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যযুগ্-ভক্তিরসপান-মত্ততা-বর্ণন ঃ—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥ ১২৭ ॥
'বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায়, ভোগ পরিহরি' ॥ ১২৮ ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥ ১২৯ ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥ ১৩০ ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥" ১৩১ ॥

রূপ-সনাতনের ভজনাচরণ-শ্রবণে ভক্তগণের সুখ ঃ—

এইকথা শুনি' মহান্তের মহাসুখ হয় ।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে, তাঁহে কি বিস্ময় ?? ১৩২ ॥

স্ব-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে প্রভুকৃপা বর্ণন ঃ—

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে ।
রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১৩৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৩৪ ॥

প্রয়াগে দশদিন যাবৎ প্রভুর শ্রীরূপকে শিক্ষাদান ঃ—

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া ।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা ; সূত্রাকারে ভক্তিরস-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শুন, রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৯। করোঁয়া—সন্ন্যাসিদিগের হাতের জলপাত্র।

অনুভাষ্য

১২২। স্থানে-স্থানে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।

১২৮। স্থূলভিক্ষা—যে-ভিক্ষাগ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্যের নিকট অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না।

মাধুকরী—মৌমাছি যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানাস্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা উদরপূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তিই 'মাধুকরী'-নামে কথিত।

ভোগ-পরিহরি'—সুখলাভের আশায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বর্দ্ধনার্থ যে-সকল উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ঐগুলি ত্যাগ করিয়া ভজনোপযোগী জীবনরক্ষা করিবার জন্য শুষ্ক রুটি ও ভর্জ্জিত ছোলাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন।

১৩১। এতাদৃশ বৈরাগ্যবিশিষ্ট জীবনে তাঁহারা কখনও ভক্তিরসশাস্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন, কোন-সময়ে নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং কোনসময় গৌর-লীলা-স্মরণ-মননাদিদ্বারা কৃষ্ণ-ভজন করিতেন। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল যে, ভক্তিশাস্ত্র-লিখন-পঠনাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজ-মূর্খতা-সাধনোদ্দেশে শাস্ত্রাদি-আলোচনা হইতে বিরাম লাভই ভক্তির 'সাধন'! শ্রীরূপানুগ-ভক্তের তাদৃশ কথায় আস্থা নাই ; তবে সাধকের শাস্ত্রলিখনপঠনাদিতে যদি অর্থোপার্জ্জন-বাঞ্ছামূলে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ, জড়ীয় প্রতিষ্ঠা বা পূজা, লাভ বা অন্য কোন ক্ষুদ্র অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে,—যাহা 'উপশাখা'-নামে কথিত,—তাহা হইলে সেরূপ ভ্রষ্টাচার-পরায়ণের কখনও মঙ্গল হয় না। প্রকৃত শ্রীমদ্রূপানুগের এরূপ ক্ষুদ্র ফলভোগমূলক কর্ম্মবাসনা নাই।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১৩৪। [নিজ-ভগবৎসেবা-প্রবর্ত্তকং স্বাশ্রয়চরণকমলং ভগ-বন্তং গৌরহরিং নমস্করোতি—] অহং বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্র-দীন-রূপঃ ; স্বয়ং গোস্বামিকুলচূড়ামণেরপি অতিদৈন্যবশাদেবেয়-মুক্তিঃ) অপি যস্য (কর্ত্তৃভূতস্য গৌরস্য) হৃদি (মনসি) প্রেরণয়া (হৃদ্বিষয়ানুজ্ঞয়া) প্রবর্ত্তিতঃ (প্রেরিতঃ), তস্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ

প্রভুর কৃপায় রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দুপান ঃ—

পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু ।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু' ॥ ১৩৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধজীব-বর্ণন ; সংখ্যায় বহুত্ব ঃ—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৩৮ ॥

জীবাত্মা ও জীবস্বরূপ-পরিমাণ ঃ—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি ।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥ ১৩৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০) শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশ-সদৃশস্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

অনুভাষ্য

(গৌরহরেঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য) পদকমলং (চরণারবিন্দম্) অহং বন্দে।

১৩৭। পারাপার-শূন্য—পার (অর্থাৎ) একপার ; অপার (অর্থাৎ) অন্য পার ; অতএব যাহার উভয়পারের মধ্যে কোন পারেরেই সীমা নাই।

১৩৮। চৌরাশী লক্ষযোনি—"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্। ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।।"—(বিষ্ণুপুরাণে)

১৩৯। মুণ্ডকে ৩।১।৯—"এষোঽণুরাত্মা"।

১৪০। অয়ং জীবঃ হি কেশাগ্রশতভাগস্য (অতি-সূক্ষ্মকেশাগ্রায়ামস্য শতধা বিভক্তস্য, পুনঃ তাদৃশ-পরমসূক্ষ্মাংশস্য) শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ (পুনঃ শতখণ্ডাংশতুল্যঃ) সূক্ষ্মস্বরূপঃ (পরমাণু-চেতনঃ চিৎকণঃ সূক্ষ্মচিদণুখণ্ডঃ) সংখ্যাতীতঃ (অনন্তসংখ্যকঃ)।

১৪১। [যঃ] বালাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রস্য শতধা খণ্ডিতস্য, তস্য পুনঃ) শতধা কল্পিতস্য (বিভক্তস্য) চ ভাগঃ (খণ্ডঃ),—সঃ [এব] জীবঃ (জীবস্বরূপাকারঃ) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্যঃ) ইতি চ পরা (শ্রেষ্ঠা) শ্রুতিঃ (শ্বেতাশ্বতরপ্রমুখা) আহ।

১৪২। ভগবদ্বিভূতিসমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অহং (চিদচিদীশ্বরঃ অদ্বয়জ্ঞানাত্মকঃ শ্রীভগবান্) সূক্ষ্মাণাম্ (অণূনাম্ অপি মধ্যে) জীবঃ (জীবাত্মা)।

শ্বেঃ উঃ মন্ত্রানুসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে (৮১)—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥ ১৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৬।১১)—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০)—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদ্বিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৪৩ ॥

বিরূপ-ভেদে জীব দ্বিবিধ—(১) স্থাবর, (২) জঙ্গম ; জঙ্গমের ত্রিবিধত্ব—জল-স্থল-খেচর ঃ—

তারে মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১। কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম ; প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

১৪২। কোন কোন পাঠে লিখিত আছে,—শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্,—

"গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ।।"

সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি (ভগবান্) 'জীব' (ভেদাভেদপ্রকাশ)।

১৪৩। হে ধ্রুব, যদি তনুভৃজ্জীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে 'অণু', সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপরিত্যাগেই নিয়ন্তৃ হইতে পারে। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে 'এক' করিয়া জানে, তাহাদের মত—'মতবাদে' দূষিত।

১৪৪-১৪৯। জীব দুইপ্রকার,—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

অনুভাষ্য

১৪৩। জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু মুনিগণের নিকট কুমারগণের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবৎস্তব বর্ণন করিতেছেন,—

হে ধ্রুব (সর্ব্বাশ্রয়, নিত্য)! অপরিমিতাঃ (বস্তুতঃ এব অনন্তাঃ) ধ্রুবাঃ (নিত্যাঃ) তনুভৃতঃ (শরীরধারিণঃ জীবাঃ) যদি সর্ব্বগতাঃ (বিভবঃ ব্যাপকাঃ স্যুঃ), তর্হি শাস্যতা (তৎশাস্যতা) ইতি যঃ ত্বয়া নিয়মঃ (নিয়মনং) সঃ ন স্যাৎ, ইতরথা ন [ঘটেত,

স্থলচরের শ্রেষ্ঠত্ব ; তন্মধ্যে মানবজাতির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ; তন্মধ্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও
ভক্তের তারতম্য-তুলনা ঃ—

তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ ১৪৫ ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১৪৬ ॥
ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৭ ॥

মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ঃ—

কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত' ॥ ১৪৯ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্যবদ্ধগণ এই স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার ; যাহারা—অচল (যেমন, বৃক্ষাদি), তাহারাই 'স্থাবর' জীব ; যাহারা—সচল, তাহারাই 'জঙ্গম'। জঙ্গম তিনপ্রকার,—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য বাকি থাকে। বেদনিষ্ঠগণ দুইপ্রকার,—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী ; ধর্ম্মাচারি-মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ ; কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ ; কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন 'মুক্ত' ; এস্থলে, যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই 'মুক্ত' বলা যায়। সেই সকল মুক্তদিগের মধ্যে, যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই 'কৃষ্ণভক্ত'। কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত 'মুক্ত' পর্য্যন্ত সকলেই কামনাযুক্ত ; ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—'ভুক্তিকামী' ও মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—'মুক্তিকামী', তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের 'সিদ্ধিকামী'। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে এই তিনপ্রকার কামনা থাকে, ততদিন তাঁহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না ; এতন্নিবন্ধন তাঁহারা সকলেই 'অশান্ত'। সুতরাং একমাত্র নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তই শান্ত অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত।

অনুভাষ্য

নিয়ম্যনিয়ন্তৃ-ভাবাবস্থিতত্বাৎ] ; যন্ময়ং (যৎ অগ্ন্যাদিময়ং স্ফুলিঙ্গাদিকং কার্য্যং জীবাখ্যং বস্তু) অজনি (জাতং, তেষাং জীবানাং) নিয়ন্তৃ (শাস্তৃ) ভবেৎ, তৎ অবিমুচ্য (তান্ জীবান্ অপরিত্যজ্য যৎ উপাদানরূপং পরমাত্মানং জীবতত্ত্বেন) সমম্ অনুজানতাং (কেবলাদ্বৈতবাদিনাং) মতদুষ্টতয়া (মতস্য দুষ্টতয়া অশুদ্ধত্বেন) অমতম্ এব (অজ্ঞাতপ্রায়ম্ অবিষয়ত্বাৎ)।

১৪৪। তার মধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বদ্ধজীবগণের মধ্যে।

১৪৫। তার মধ্যে—বেদনিষ্ঠের বিপরীত মনুষ্য-জাতির মধ্যে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

অনুভাষ্য

১৪৬। 'বেদনিষ্ঠ' বলিয়া মুখে স্বীকার করিয়া বেদ-বিরুদ্ধাচারী—যথেচ্ছাচারী 'কুকর্ম্মী' বা 'অন্যাভিলাষী'।

১৪৮। কর্ম্মনিষ্ঠ—নিজ-ভোগকামনায় যাহারা পুণ্যাদি সৎকর্ম্ম করে ; আবার, নিষ্কাম-কল্পনায় যাহারা কর্ম্মসমূহ অর্পণ করে,—এরূপ কোটিসংখ্যক কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে যিনি সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াও রজস্তমো-নিরসনজন্য, প্রাকৃত পুণ্য ও পাপ, উভয় অবস্থা হইতে বিরত হইয়া আত্মার নির্ম্মলতার অনুসরণার্থ প্রকৃত্যতীত নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত হন, তিনিই জ্ঞানী। কোটিজ্ঞানীর মধ্যে যিনি জ্ঞানমার্গের সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া শমদমাদি সাধন-ষট্ক প্রভৃতি মিশ্রা ও বিদ্ধভক্তিমূলক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বৈতবুদ্ধিতে নিজের আশ্রয়ীভূত উপায়সমূহকে অসম্পূর্ণ-বোধে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনিত্য ও অসত্য সাধনকেই নিত্যসিদ্ধির কারণরূপে জ্ঞান করিয়া ঐরূপ সাধনফলে অবশেষে নিজ-বদ্ধানুভূতি হইতে মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভূত স্বরূপ লাভ করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন এবং তদুদ্দেশে 'দ্রষ্টা', 'দর্শন' ও 'দৃশ্য' অথবা 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়ে'র বৈশিষ্ট্য লোপ করেন, তাদৃশ অচিৎ-মিশ্রাতীত কেবল-চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানীই 'মুক্ত' বলিয়া কথিত। তাদৃশ কোটি মুক্ত-পুরুষের মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত বিরল।

১৪৯। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা-শূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। স্বর্গাদি ভুক্তি-কামী কর্ম্মী, নির্ব্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি-কামী যোগী স্ব-স্ব-কামের বশবর্ত্তী হইয়া তদভাবে অশান্ত ; আবার কামনা-তৃপ্তিতেও অসৎপ্রাপ্তিহেতু কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া অশান্ত।

১৫০। মুক্তানাং (অজ্ঞানবন্ধ-রহিতানাং) সিদ্ধানাং (যোগসিদ্ধানাং) কোটিষু অপি মধ্যে প্রশান্তাত্মা (নিষ্কামমনাঃ) নারায়ণ-

লতার সহিত ভক্তির উপমা ; ভক্তির অপর নাম 'কৃষ্ণানুরাগ' ;
বদ্ধজীবের সেই কৃষ্ণপ্রীতি-সেবা-লাভের ক্রমপন্থা-
বর্ণন-মূলে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতি, তৎ-
ফলে সদ্‌গুরুলাভ, তৎ-কৃপায় শ্রবণ-ফলে
সম্বন্ধোপলব্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৫১ ॥

যুগপৎ অভিধেয়ারম্ভ ; অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও ভজন ঃ—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৫২ ॥

অনর্থমুক্ত-অবস্থাতেও ভজন ; রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়—
কৃষ্ণমাধুর্য্য, ব্রহ্মা ও নারায়ণের ঐশ্বর্য্য নহে ঃ—

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥ ১৫৩ ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন-প্রাপ্তি ; সাধনাবস্থায়
সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তন ঃ—

তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৬৪। জীবসকল আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা-যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তি-জন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে 'শ্রদ্ধা', তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবামাত্র মালিস্বরূপ হইয়া নিজ-হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎ-কথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করত কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই 'প্রেম-

অনুভাষ্য

পরায়ণঃ সুদুর্ল্লভঃ। [তন্ত্রবাক্য—"জ্ঞানতঃ সুলভঃ মুক্তির্ভুক্তি-র্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।।"]*

১৫১। 'ব্রহ্মাণ্ড' বলিতে চতুর্দ্দশ ভুবন (আদি, ৫ম পঃ ৯৮ সংখ্যা)।

ভাগ্যবান্—সুকৃতিসম্পন্ন জীব ; অজ্ঞানক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা সাধিত হইলে জীবের 'সুকৃতি'র উদয় হয়,—(নারদ-জন্মোপাখ্যান—ভাঃ ১।৫।২৩-৩০ দ্রষ্টব্য)। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি—জীবাত্মার চিদ্বৃত্তিরই অস্ফুট বিকাশ, উহা জড়কর্ম্ম নহে ; সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা ও শ্রবণ-জনিত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলেই প্রকৃত শুদ্ধভক্তির আরম্ভ।

গুরুপ্রসাদ—গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুগ্রহ দান করেন। সুকৃতিমান্ অনুগ্রহযোগ্য জনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশে শ্রীভগবান্ নিজ-প্রিয়তম জনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজকৃপাশক্তি-বিতরণের জন্য মহান্ত-গুরুরূপে প্রেরণ করেন ; শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণসেবা-রূপ নিজানুগ্রহ প্রদান করেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ—ভক্তিলতার বীজ-প্রদাতা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎস্বরূপ গুরুদেবকে শিষ্যের নিকট প্রেরণ কার্য্যই কৃষ্ণ-প্রসাদ। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-প্রসাদ লাভ ঘটে।

ভক্তিলতা-বীজ—যে বীজ হইতে ভগবানের সেবা-রূপ লতিকা উৎপন্ন হয়। ভক্তিলতার কারণ—গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণ-প্রসাদ। অন্যাভিলাষ-বীজ, কর্ম্ম-বীজ ও জ্ঞান-বীজ হইতে তত্তদ্‌বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল বীজ হইতে ভক্তিলতার বীজ—পৃথক্। গুরু-কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান-বীজের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ লুপ্ত হইয়া যায়। যাহাদের প্রকৃত সৌভাগ্য নাই, তাহাদের ভক্তিলতা-বীজ-প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রদ্ধাবান্ জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত অনুগ্রহ-মন্ত্র ও প্রদর্শিত পথই 'ভক্তিমার্গ'।

১৫২। গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তন-কার্য্যই জল-সেচন, তদ্দ্বারা বীজ ক্রমশঃ লতায় পরিণত হয়।

১৫৩। 'ব্রহ্মাণ্ড' অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে ভক্তিলতার আশ্রয় কোন বৃক্ষই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতিই ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া 'বিরজা-নদী' ; সেখানে গুণত্রয়সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়,—উহা প্রাকৃত-মল-বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়াই জ্ঞানিগণের আদর্শ 'ব্রহ্মলোক'। বিরজায় যেমন ভক্তিলতার আশ্রয়োপযোগী বৃক্ষ নাই, ব্রহ্মলোকেও তদ্রূপ ভক্তিলতার সেব্য-বৃক্ষাভাব। আশ্রয়-

* *জ্ঞান-সাধন হইতে 'মুক্তি' এবং যজ্ঞাদি-পুণ্য হইতে 'ভুক্তি' সুলভ—কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সেই হরিভক্তি অতিশয় দুর্ল্লভ।*

অপক্বাবস্থায় বৈষ্ণবাপরাধই সাধনপথে সর্ব্বপ্রধান 'বিঘ্ন' ঃ—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ ১৫৬ ॥

নামাপরাধ হইতে সাবধানতাই শ্রেয়ঃ-কারণ ঃ—

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥ ১৫৭ ॥

ভক্তির ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ভক্তি নহে, এমন অভক্তিসমূহ ঃ—

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ১৫৮ ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥ ১৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ফল' ফলে। এ-যাবৎ মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া-সময়ে জল-সেচন ব্যতীত আর একটী প্রক্রিয়া আছে,—কিছুদিন জল সেচন করিতে করিতে লতা যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, বা উত্তাপাদিতে পাতা শুকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব-অপরাধই দুষ্টজন্তু-স্থলীয় বস্তু। সেই বৈষ্ণব-অপরাধই মত্ত হাতীর ন্যায় ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে-সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ-হস্তীর উদ্গম হয় না। বৈষ্ণব-অপরাধ বা নাম-অপরাধ—দশবিধ (আদি, ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এইসময় আর একটী উৎপাত আছে,—যে-সময় ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে-সময় যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখা—যথা ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীব-হিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের

অনুভাষ্য

বৃক্ষ না পাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসিক্ত বর্দ্ধমানা লতা ব্রহ্মালোক অতিক্রম করিয়া 'পরব্যোম'-ধাম লাভ করে।

১৫৪। ব্রহ্মালোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, উহাই 'দেবীধাম'; দেবীধাম বা ইতর-ব্যোম—প্রকৃতির অধীনরূপে অবস্থিত। প্রকৃতির অপর পারে 'বৈকুণ্ঠ' বা 'পরব্যোম' অবস্থিত। সেখানে মায়া কিছুই 'পরিমাণ করিতে' সমর্থা হয় না। ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোক-বৃন্দাবন অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুকে আশ্রয় করে। পরব্যোমে পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের যে পূজা বিহিত হয়, তাহাতে 'শান্ত', 'দাস্য', ও 'সখ্যার্দ্ধ'-রস লক্ষিত হয়; পরন্তু গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় 'শান্ত', দাস্য' ও 'গৌরব-সখ্যার্দ্ধে'র সহিত 'বিশ্রম্ভ-সখ্যার্দ্ধ', 'বাৎসল্য' ও মধুর',—এই ভাব-পঞ্চক পূর্ণমাত্রায় বিকশিত; এখানেই ভক্তিলতিকা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

১৫৫। তাঁহা—গোলোক-বৃন্দাবনে; প্রেমফল—অপ্রাকৃত পরম-লোভনীয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক অদ্ভুত বস্তু, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজস্ব-বস্তু, উহা বদ্ধজীবের ভোগময় প্রাকৃত জড়বুদ্ধির গোচর হয় না।

ইঁহা—প্রপঞ্চে; এখানে থাকিয়া সেই ভক্তিলতার প্রোথিত বীজোপরি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামরূপগুণলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেচন করিতে হয়।

১৫৬। বৈষ্ণব-অপরাধ—মত্তহস্তি-সদৃশ। অপরাধ—দশবিধ নামাপরাধ (আদি—৮ম পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। হাতী মাতা—প্রবল ভক্তিবিরোধী ভাব বা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ বৈষ্ণব-অপরাধ, উহাই ভক্তিলতার বিনাশকারক।

১৫৭। ভক্তিলতার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বেষ্টন করা আবশ্যক। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ-বর্জ্জনচেষ্টারূপ আবরণ বা বেড়া না থাকিলে অভক্ত-সঙ্গক্রমে জাত অপরাধরূপ মত্তহস্তী-কর্ত্তৃক ভক্তিলতা উৎপাটিত ও বিধ্বস্ত বা দলিত হইবার সম্ভাবনা; তাহা যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া সাধকের নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীরূপপ্রভু 'উপদেশামৃতে'—"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।"

১৫৮। উপশাখা—প্রকৃত লতার নিজশাখা ব্যতীত তৎসদৃশ একই আকৃতি-বিশিষ্ট অন্য লতার শাখা ঐ প্রকৃত লতাকে জড়াইয়া উহারই 'অঙ্গীভূত' বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত লতা নহে। ভুক্তি—কর্ম্মফল-ভোগবাদীর প্রাপ্য; মুক্তি—জ্ঞানবাদীর প্রাপ্য; বাঞ্ছা—সিদ্ধিবাদীর প্রাপ্য যোগফল বিভূতি-আদি।

১৫৯। নিষিদ্ধাচার—যাহা সিদ্ধের আচরণ নহে অথবা সিদ্ধিলাভের অন্তরায় অর্থাৎ যে আচারদ্বারা ভক্তি লোপ পায়,—যেমন, ভোক্তার অভিমানে ভোগময়ী বুদ্ধিতে জীবের যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণভক্তসঙ্গ অথবা বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন।

কুটীনাটী—কৌটিল্যপূর্ণ নাট্য, কপটতা; কু-টী এবং না-টী—আত্মপ্রসাদ-বিরোধ বা অসন্তোষ।

জীবহিংসা—কৃষ্ণভক্তিমূলা নিত্যকল্যাণ-বাণী-কীর্ত্তনে বা প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা অর্থাৎ মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভি-লাষীকে প্রশ্রয়-দান; প্রাণি-হনন বা প্রাণিমাত্রকেই উদ্বেগ বা ক্লেশ-দান।

প্রশ্রয় দিলে অভক্তির বৃদ্ধিহেতু ভক্তির
শৈথিল্যাবরণ-সম্ভাবনা ঃ—

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায় ।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ ১৬০ ॥

প্রথমেই সাধকের দুঃসঙ্গোৎসর্গের ব্যবস্থা আবশ্যক ঃ—

প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন ।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥

তবেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ-সম্ভাবনা ঃ—

'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয় ।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥ ১৬২ ॥

তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাই চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী পরমার্থ ঃ—

এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ' ।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৬৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী কৃষ্ণপ্রেমসেবানন্দ ঃ—
ললিতমাধবে (৫।২)—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি ॥ ১৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সেকজলে মূল-লতার প্রতিকূলে উপশাখাগণই অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল-সেচন-সময়েই প্রথম হইতে ছেদন করিবেন ; তাহা হইলেই, মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে যায়। এই প্রেমাই জীবের পরম-পুরুষার্থ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

১৬৫। যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে-পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধিসমূহের বিজয়িতা, সত্যাদি ধর্ম্মসমূহ, সমাধি ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ-নিজ-চাক্‌চিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

অনুভাষ্য

লাভ—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশে জগতে ধনাদি-প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহ-বাঞ্ছা।

পূজা—জড়লোকের মনোধর্ম্মে ইন্ধনপ্রদানপূর্ব্বক সম্মান।

প্রতিষ্ঠা—জাগতিক মহত্ত্ব বা লোকের নিকট স্বীয় নশ্বর যশঃপ্রিয়তা।

১৬০। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল-সেচনপ্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানা হয়, তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবগণ ভোগপরায়ণ, বন্ধমোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধিলোভী, কপটতা-শ্রিত, অবৈধ-যোষিৎলম্পট, মিছা-ভক্তি বা প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদের পরিপোষণকারী, শৌক্র-বংশমর্য্যাদার ছলনাদ্বারাই পারমার্থিক-মর্য্যাদায় আগ্রহবিশিষ্ট, পরীক্ষিৎপ্রদত্ত কলির স্থানপঞ্চকের অধিবাসী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী, নাম-মন্ত্র- বিগ্রহ-ভাগবতজীবী, অশুক্ল-বৃত্তিদ্বারা ধনাদি-সংগ্রহে তৎপর, 'নির্জ্জন-ভজনানন্দী' বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-পোষণদ্বারা যশোলাভেচ্ছু অথবা গুরুব্রুবের দাস্যসূত্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব-বর্ণাশ্রমের অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া,—অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-প্রমত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি ব্যতীত নশ্বর অবান্তর বস্তুর লাভোদ্দেশে নির্ব্বোধ লোকগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক জগতে 'ধার্ম্মিক' বা 'সাধু' বা 'মহৎ' বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হইতে পারে না।

১৬১। যদি পূর্ব্বকথিত 'উপশাখার' অঙ্কুরোদ্গাম লক্ষ্য করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনষ্ট করেন, তাহা হইলেই মূল ভক্তিলতিকার শাখা বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমফল প্রসব করে ; নতুবা উপশাখার প্রাবল্যে হরিভজন হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে (স্বর্গাদি উচ্চলোকে, মর্ত্ত্যলোকে বা নরকে) ক্লেশলাভই অপরিহার্য্য।

১৬২। লতা অবলম্বন করিয়া ভক্ত-মালী কৃষ্ণপাদপদ্ম-বৃক্ষ প্রাপ্ত হন। গোলোক-বৃন্দাবনে প্রেমফল পাকিয়া পতিত হইলে, প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্ত তাহা আস্বাদন করিতে পারেন।

১৬৩। তাঁহা—অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবনে ; সেই কল্প-বৃক্ষের—কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুর ; আস্বাদন—ভক্ত অপ্রাকৃতভাবে সেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা-সুখ লাভ করেন।

১৬৪। তৃণতুল্য—অকিঞ্চিৎকর, তুলনায় মূল্যহীন ; প্রেমের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ-চতুষ্টয়—নিতান্ত অগ্রাহ্য।

১৬৫। যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং (মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য বশীকারে বাধ্যকরণবিষয়ে সিদ্ধৌষধিরূপাণাং) প্রেম্ণাং

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—(১) সাধনভক্তি ঃ—

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ' ॥ ১৬৬ ॥

সমগ্র ভাগবতের সারকথা ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১১)—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥

প্রথম দুই পাদ—'তটস্থ' ও শেষোক্ত দুই পাদ—
শুদ্ধভক্তির 'স্বরূপ' লক্ষণ ঃ—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তিরূপ অভিধেয় হইতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ 'প্রয়োজন',—
ইহাই সাত্বত পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের মত ঃ—

এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ১৬৯ ॥

অনুভাষ্য

(শান্তাদীনাং) গন্ধলেশোঽপি (লবমাত্রমপি) অন্তঃকরণসরণী-পান্থতাম্ (অন্তঃকরণ-মার্গপথিকতাং) ন প্রযাতি (গচ্ছতি), ঋদ্ধা (সম্পন্না) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (সিদ্ধীনাং বিভূতিনাং ব্রজঃ সমূহঃ তেষাং বিজয়িতা বিজয়িত্বং, বিজেতৃভাবঃ ইত্যর্থঃ), সত্যধর্ম্মা (সত্যশৌচদান-তপোধর্ম্মা), সমাধিঃ (চিত্তৈকাগ্র্যং), ব্রহ্মানন্দঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্মসুখং) চ গুরুঃ (শ্লাঘ্যঃ মহান্) অপি তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তম্) এব চমৎকারয়তি (চমৎকারং বিদধাতি—কৃষ্ণসেবা-সুখে প্রাপ্তে সতি বিষয়সুখং কৈবল্যং ব্রহ্মসুখঞ্চ তুচ্ছী ভবতীত্যর্থঃ)।

১৬৬। শুদ্ধভক্তি—ত্রিগুণাতীত কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতরা অহৈতুকী নির্গুণা উত্তমা ভক্তি।

১৬৭। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে এই শ্লোকটী ধৃত হয় নাই। ইহার অনুবাদ,—

কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষ-বিহীন এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষাদ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূলচেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধী বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই 'উত্তমা ভক্তি'।

[প্রাগস্য তটস্থ-লক্ষণমাহ] অন্যাভিলাষিতাশূন্যং (অন্যাভি-লাষিতা কৃষ্ণভজন-সম্পাদন-বিরোধি-যোষিৎসঙ্গাদিরূপা দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা, তয়া শূন্যং বিহীনং), জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং (জ্ঞান-মত্র—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানং, ন তু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ,কর্ম্ম চ—স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ ; আদি-শব্দেন বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ, তৈঃ অনাবৃতম্ অব্যব-হিতম্ অপ্রতিহতং) ; [ততঃ স্বরূপলক্ষণমাহ—] আনুকূল্যেন (আনুকূল্যমত্র ভজনোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ, প্রাতিকূল্যং তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং তস্য ভজনবিরোধাৎ, তেনেতি—বিশেষণে তৃতীয়া, ন তু উপলক্ষণেঽতঃ আনুকূল্যস্যাপি ভক্তিত্ববিধানং জ্ঞেয়ং) কৃষ্ণানুশীলনং (কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদ্রূপাণাং চান্যেষামপি শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বানাং গ্রাহকশ্চেতি বোধ্যঃ তস্য, কৃষ্ণস্য সম্বন্ধি, কৃষ্ণার্থং বা অনু-শীলনং কায়বাঙ্মানসীয়-তচ্চেষ্টা-রূপং প্রীতিবিষয়াত্মকং শৈথিল্য-পরিত্যাগপূর্ব্বকং মুহুরেব তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনং) এব উত্তমা ভক্তিঃ [অনেন বৈধ-রাগানুগমার্গয়োঃ সাধক-সিদ্ধদশয়োরুভয়ত্রাপ্যস্যাঃ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং স্ফুটং কথিতম্]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না ; শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়।

১৬৮। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তৎতৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ-পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

অনুভাষ্য

১৬৮। অন্যবাঞ্ছা—কৃষ্ণসেবেতর বাসনা ; অন্যপূজা—কৃষ্ণেতর-পূজা ; কর্ম্ম,—স্বরূপবিস্মৃতিতে ফলভোগ-পিপাসার উদ্দেশে যে সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ; জ্ঞান—স্বরূপবিস্মৃতিতে ভোগরাহিত্যের (মুক্তির) উদ্দেশে আত্মোৎকর্ষের জন্য নিত্য অভেদ্যা সন্ধিনী ও হ্লাদিনী-শক্তিদ্বয়রহিত কেবল সম্বিতের চেষ্টা; আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণেতর মায়ানুশীলন-ত্যাগপূর্ব্বক অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা ; সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা। জড়েন্দ্রিয়দ্বারা মায়ারই অনু-শীলন হয় ; 'জড়েন্দ্রিয়' বলিতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্ ও মনকে বুঝায়। জড়েন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কৃষ্ণেতর মায়ার সেবা করিতে গেলে উহা নিজ-ভোগতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয় ; তজ্জন্য সাধন-ভক্তিপর্য্যায়ে চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধনভক্তিবলে বদ্ধজীব জড়ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত সেবার অধিকারী হন।

১৬৯। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত-সম্প্রদায়, উভয় মতই একার্থ-প্রতিপাদক।

সমগ্র পঞ্চরাত্রের মত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১২)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ১৭০ ॥

অহৈতুকী বা ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১৪)—

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১৭১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭২ ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৭৩ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৭৪ ॥

কৈতব বা অপরাধ থাকিলে কোটিজন্ম সাধন, সমস্তই বৃথা ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ১৭৫ ॥

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-পিশাচী—ভক্তির লোপকারিণী ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২২)—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ১৭৬ ॥

সাধনভক্তি হইতে (২) ভাবভক্তি বা রতি, রতি হইতে (৩) প্রেমভক্তি ঃ—

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ-লক্ষণময়ী সেবার দুইটী 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণ-পরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

১৭৪। এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

১৭৬। ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা,—এই দুইটী পিশাচী ; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

১৭৭-১৮১। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধঅঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করত নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এইসকল নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয় ; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আলোচনায় (অনুশীলনে) সেই

অনুভাষ্য

১৭০। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং (সকলভেদাবরণপরিশূন্যং কৃষ্ণেতরান্যাভিলাষিতা-বর্জ্জিতং) তৎপরত্বেন (কৃষ্ণসৈবৈক-তাৎপর্য্যেণ আনুকূল্যেন) নির্ম্মলং (কর্ম্মাবরণ-জ্ঞান-বিমোহনাদ্যু-পাধিরূপ-মল-নির্ম্মুক্তং) হৃষীকেণ (সেবোন্মুখেন্দ্রিয়দ্বারা) হৃষীকেশসেবনং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপস্য বিষ্ণোরনুশীলনম্ এব) ভক্তিঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।

১৭১-১৭৩। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৫-২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। শুদ্ধভক্তিযোগপথের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি,—

স (উক্ত লক্ষণঃ) ভক্তিযোগাখ্যঃ এব আত্যন্তিকঃ (অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভবঃ চরমকাষ্ঠাম্ আপন্নঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) যেন (আত্যন্তিক-ভক্তিযোগেন) [পুরুষঃ] ত্রিগুণং (মায়াময়ং সংসারম্) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) মদ্ভাবায় (মম সাক্ষাৎকারায় ব্রহ্মভূতত্বায়) উপপদ্যতে (সমর্থো ভবতি)।

১৭৫। হৃদয়ে কর্ম্মফলভোগবাসনা অথবা সংসারবন্ধ হইতে মুক্তিবাসনা থাকিলে তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি যতই চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করুন না কেন, ঐরূপ তথাকথিত বিদ্ধভজন—কর্ম্মমাত্রে অথবা নিষ্ফল-জ্ঞানচেষ্টাতেই পরিণত হইবে, সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে সাধন-ভক্তির ফল কৃষ্ণ-প্রেমলাভ ঘটিবে না।

১৭৬। যাবৎ হৃদি (অন্তর্মনসি) ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা (ভোগ-মোক্ষবাসনারূপা) পিশাচী (গ্রাসকারিণী রাক্ষসী) বর্ত্ততে, তাবৎ অত্র (অন্তঃকরণে) ভক্তিসুখস্য (কৃষ্ণপ্রীতিবিধায়ক-সেবানন্দস্য) কথং (কেন প্রকারেণ) অভ্যুদয়ঃ (প্রাকট্যং) ভবেৎ?

১৭৭। সাধনভক্তি—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ)—"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।" শ্রবণকীর্ত্তনাদির সহায়ক ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকেই 'সাধন-ভক্তি' বলে ; নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে প্রকটনই 'সাধন'—উহা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ (দীক্ষা ও শ্রবণ), ভজন (নিরপরাধে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা), নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত। মধ্য, ২৩শ পঃ ১১-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য ; চরমে 'মহাভাব' ঃ—

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৭৮ ॥

উপমা ঃ—

যৈছে বীজ, ইক্ষু-রস, গুড়, খণ্ড-সার ।
শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম-মিছরি আর ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি' নাম ধারণ করে। (ক্রমশঃ) প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছরিত্ব ও উত্তম মিছরিত্ব,—এইসকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত, সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত ; রতিকেই সর্ব্বত্র 'স্থায়িভাব' বলিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

রতি—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৩য় লঃ)—"ব্যক্তং মসৃণতে-বান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।।" অন্তঃস্থিত মসৃণতা প্রকাশিত হইলে উহাকেই 'রতির লক্ষণ' বলে। মুমুক্ষু বা বুভুক্ষুগণের এইরূপ মসৃণতা প্রকাশিত হইলে 'রতি' বলা যায় না।

প্রেম—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৪র্থ লঃ ১ম সংখ্যা)—"সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।" অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেমা' বলেন।

১৭৮। স্নেহ—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"সান্দ্রশ্চিত্ত-দ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা 'স্নেহ' ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বি-শ্লেষস্য সহিষ্ণুতা।।" চিত্তের দ্রবভাব ঘনীভূত হইলে প্রেম 'স্নেহ'-সংজ্ঞা লাভ করে। তাহাতে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ্য হয় না।

মান—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রণয়—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাগ—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্। তৎসম্বন্ধ-লবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি।।" যে-স্নেহে স্পষ্টভাবে দুঃখই 'সুখ' বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ' ; এই সম্বন্ধমাত্রে নিজের প্রাণ নাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদয় করাইবার প্রবৃত্তি হয়।

অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে 'অধিরূঢ়-মহাভাব'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

রতির সহিত বিভাবাদি চারিপ্রকার ভাবের মিলনে রসোদয় ঃ—

এইসব কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব ।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব ॥ ১৮০ ॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী,—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তি-রস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিক ভাবও রসের 'কার্য্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত,—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব ১৩ প্রকার,—১। নৃত্য, ২। বিলুঠিত, ৩। গীত, ৪। ক্রোশন, ৫। তনুমোটন, ৬। হুঙ্কার, ৭। জৃম্ভণ, ৮। শ্বাসবৃদ্ধি, ৯। লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, ১০। লালাস্রাব, ১১। অট্টহাস, ১২। উদঘূর্ণা, ১৩। হিক্কা ; এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে,সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়। সাত্ত্বিকভাব—৮ প্রকার এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব—৩৩টী (মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৭ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)।

অনুভাষ্য

১৮০। স্থায়িভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।" কৃষ্ণরতি—স্থায়িভাব-স্বরূপ ; শ্রবণাদি-দ্বারা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের সম্মিলনে, ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ভাবে আনীত হইলে উহাই 'ভক্তিরস' হয়।

বিভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবো-দ্দীপনা পরে।।" রতির আস্বাদন-হেতুসমূহকে 'বিভাব' বলে ; বিভাব—আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে দ্বিবিধ।

অনুভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"অনুভাবাস্তু

উপমা ঃ—

যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর ।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর ॥ ১৮২ ॥

ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি ঃ—

ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার ।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥ ১৮৩ ॥

রতিভেদে পঞ্চবিধ ভক্তিরস ঃ—

বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রসে পঞ্চ ভেদ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস ও সপ্ত গৌণরস ঃ—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম ।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য

চিত্তস্থা ভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া।।" যাহারা উদ্ভাস্বরযুক্ত চিত্তস্থ ভাবসমূহের প্রকাশক বাহিরে বিকার-সদৃশ চেষ্টা প্রদর্শন করে, সেগুলিই 'অনুভাব'।

১৮১। সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—মধ্য, ৩য় পঃ ১৬২ সংখ্যা এবং মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮২। সিতা—মিছরী।

১৮৩। শান্তরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"মানসে নির্ব্বিকল্পত্ব শম ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ মানসে সংশয়াদি-রহিত ভাবকে 'শম' বলা যায়। (ঐ)—"বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দ-স্থিতির্যতঃ। আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ।। প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা। পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা।।" বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক নিজানন্দে অবস্থিতিকে 'শম'-স্বভাব বলে। শম-প্রধান ব্যক্তিগণের পরমাত্ম-জ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-গন্ধহীন শান্তরতি জন্মে।

দাস্যরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ। আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা। তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ।।" শ্রীভগবান্ হইতে আপনাকে ন্যূনতাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট হইলে জীব হরির অনুগ্রহের পাত্র হন। 'ভগবান্ই আরাধ্য'—এইরূপ প্রীতি-নাম্নী রতিই আরাধ্য ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে 'আসক্তি' বিধান করে এবং ভগবদিতর মায়িকবস্তুর প্রতি প্রীতি বিনাশ করে।

সখ্যরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"যে সুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ। সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।। পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা।" বিবুধ ও সজ্জনগণের মতে যাঁহারা মুকুন্দতুল্যত্বাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট, তাঁহারাই 'সখা'; শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমভাবহেতু বন্ধন-রাহিত্য-প্রকাশিনী বিশ্বাসময়ী রতিকে 'সখ্যরতি' বলে। এই সখ্যরতি—পরিহাস ও প্রহাসাদিকারিণী, ইহাকে অযন্ত্রণা অর্থাৎ বন্ধনহীনা রতি বলে।

১৮৪। বাৎসল্য-রতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ। অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে। ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুক-স্পর্শনাদিকৃৎ।।" গুরুত্বাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট জীবগণই ভগবানের 'পূজ্য'; তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে 'বাৎসল্য রতি' বলে। এই বাৎসল্য-রতিতে লালন, কল্যাণসাধন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুকস্পর্শাদির অনুষ্ঠান আছে।

মধুর-রতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি-কারণম্। মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ। অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ।।" শ্রীভগবানের এবং মৃগনয়নাগণের পরস্পর স্মরণদর্শনাদি আট-প্রকার সম্ভোগের মূলকারণ—প্রিয়তা বা মধুরা-রতি। মধুরা-রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং মধুরহাস্যাদি অনুষ্ঠান বর্ত্তমান।

১৮৫। শান্তভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ। স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ। প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনস্ত্বীশময়ং সুখম্।। তত্রাপীশ-স্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্বলীলাদের্ন তথা মতা।।" শান্তরতিরূপ স্থায়িভাব বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া যখন শান্তভক্তগণ-কর্ত্তৃক আস্বাদনীয় হয় অর্থাৎ তদ্রূপতা লাভ করে, তখন 'শান্তভক্তিরস' হয়। শান্তরসে যোগি-গণের সর্ব্বমূলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখলাভ হয়, কিন্তু এই আত্মানন্দ—'অঘন' অর্থাৎ স্বল্প ; আর সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ-স্ফূর্ত্তিতে প্রচুর সেবা-সুখই 'গাঢ়'। শান্তভক্তগণের সাক্ষাৎকার-জন্য সুখাধিক্য হয় বটে, কিন্তু দাসাদির ন্যায় ভগবানের মনোহর লীলায় তাঁহাদের তাদৃশ রুচি হয় না।

দাস্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্। নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ।। অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বা-দপ্যয়ং দ্বিধা। ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতিরতি আনীত হইয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করিলে উহাই 'প্রীতি' বা 'দাস্য-ভক্তি-রস' হয়। অনুগ্রহযোগ্য দাসগণের দাসত্ব ও লাল্যত্ব-ভেদে দাস্য-রসে সম্ভ্রম-দাস্য ও গৌরবদাস্য,—দুই প্রকার প্রীতি লক্ষিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।১১৬)—

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ ১৮৬ ॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চ মুখ্যরস—স্থায়ী ; সপ্ত গৌণরস—আগন্তুক ঃ—

পঞ্চরস 'স্থায়ী', ব্যাপি' রহে ভক্ত-মনে।
সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে ॥ ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। 'মুখ্যরস' পঞ্চবিধ,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস,—এই সাতপ্রকার 'গৌণ রস'।

১৮৮। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুখ্যরস স্থায়িভাবেই ভক্তহৃদয়ে থাকে। হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি, 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয়।

অনুভাষ্য

সখ্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ানুদীর্য্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা স্থায়িভাবে ভক্তগণের চিত্তে সখ্যরতি পুষ্টি লাভ করিলে 'প্রেয়রস' বা 'সখ্যভক্তিরস' হয়।

বাৎসল্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ বৎসল-নামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ।।" স্থায়িভাব ভক্তচিত্তে বিভাবাদিদ্বারা বাৎসল্যরতি পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে ভক্ত-পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বাৎসল্য-ভক্তিরস' বলেন।

মধুরভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি। মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা সদ্ভক্তের হৃদয়ে মধুর-রতি পুষ্টি লাভ করিলে 'মধুরাখ্য ভক্তিরস' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

১৮৬। তথা হাস্যঃ, অদ্ভুতঃ, বীরঃ, করুণঃ, রৌদ্রঃ, ভয়ানকঃ, বীভৎসঃ—ইতি সপ্তধা গৌণরসশ্চ অপি।

১৮৭-১৮৮। হাস্য-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ১ম লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা। হাসভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে।।" বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে 'হাস্য-ভক্তিরস' বলে।

শান্ত ও দাস্য-রসের ভক্তের নাম ঃ—

শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ ১৮৯ ॥

সখ্য ও বাৎসল্য-রসের ভক্তের নাম ঃ—

সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা-পিতা, যত গুরুজন ॥ ১৯০ ॥

মধুর-রসের ভক্তগণ—পুর-কান্তা ও ব্রজ-কান্তাগণ ঃ—

মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯০। ব্রজে—শ্রীদামাদি, পুরে—দ্বারকা-লীলায় ভীমার্জ্জুন।

অনুভাষ্য

অদ্ভুত-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি। সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'বিস্ময়রতি' আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে 'অদ্ভুত-ভক্তিরস' হয়।

বীর-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৩য় লঃ)—"সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ। যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'উৎসাহ-রতি' আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে 'বীরভক্তিরস' হয় ; 'যুদ্ধ', 'দান', 'দয়া', ও ধর্ম্ম',—এই চারি ব্যাপারে চারিপ্রকার 'বীর' কথিত হয়।

করুণ-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি। ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তি-রসো হি করুণাভিধঃ।।" নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'শোক-রতি' পুষ্টি লাভ করিলে তাহাকে 'করুণভক্তিরস' বলে।

রৌদ্র-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তহৃদয়ে 'ক্রোধরতি' পুষ্টি লাভ করিলে 'রৌদ্র-ভক্তিরস' হয়।

ভয়ানক-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৬ষ্ঠ লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা। ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে।।' বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা 'ভয়রতি' পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক উহা 'ভয়ানক-ভক্তিরস' বলিয়া কথিত হয়।

বীভৎস-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৭ম লঃ)—"পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সা রতিরাগতা। অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈ-

মধুররতি দ্বিবিধা—(১) ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ও (২) কেবলা ঃ—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর ॥ ১৯২ ॥

গোকুলে 'কেবলা' রতি এবং বৈকুণ্ঠ, মথুরা ও দ্বারকায় 'ঐশ্বর্য্যপ্রধান' রতি ঃ—

গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে—'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ ॥ ১৯৩ ॥

ঐশ্বর্য্যপ্রধান রতিতে রাগ-সঙ্কুচিত, কেবলায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের অভাব ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥ ১৯৪ ॥

ব্রজে শান্ত ও দাস্যে কোথাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাব ঃ—

শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর-রসে সঙ্কোচন ॥ ১৯৫ ॥

ঐশ্বর্য্যমিশ্ররতিতে আপনাকে 'দীন' ও কৃষ্ণকে 'প্রভু' জ্ঞান—

(১) বাৎসল্য-রতিতে বসুদেব ও দেবকী ঃ—

বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।৫১)—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ১৯৭ ॥

(২) সখ্য-রতিতে অর্জ্জুন ঃ—

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১১।৪১ (ত্রিপাদ)-৪২ (শেষপাদ)—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥১৯৯

(৩) মধুর রতিতে রুক্মিণী ঃ—

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন'—জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥ ২০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯২-১৯৪। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এইজন্য তথায় প্রেম—সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা-রতিতে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চায় না।

১৯৫। কাঁহা—স্থলবিশেষে।

১৯৭। দেবকী ও বসুদেব, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদীশ্বর' জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

১৯৯। সখা-জ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,—এইরূপ শব্দ-ব্যবহারদ্বারা বলপূর্ব্বক যাহা যাহা তোমাকে বলিয়াছি, হে অপ্রমেয়-স্বরূপ, তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি।

অনুভাষ্য

বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে।।" আম্নোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে জুগুপ্সা বা 'ঘৃণা-রতি' পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বীভৎস-ভক্তিরস' বলেন।

পঞ্চবিধ ভক্তে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই স্থায়ী পঞ্চবিধরসের ভক্তে হাস্যাদি সাতটী গৌণরস 'কারণ' উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশমান হয়।

১৮৯। নবযোগেন্দ্র,—(ভাঃ ৫।৪।১১ ও ১১।২।২১)—(১) কবি, (২) হবি, (৩) অন্তরীক্ষ, (৪) প্রবুদ্ধ, (৫) পিপ্পলায়ন, (৬) আবির্হোত্র, (৭) দ্রবিড় (দ্রুমিল), (৮) চমস ও (৯) করভাজন।

সনকাদি—(১) সনক, (২) সনন্দন, (৩) সনৎকুমার, (৪) সনাতন।

দাস্যভাব-ভক্ত,—(১) গোকুলস্থ রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি দাসগণ, (২) দ্বারকা-পুরীস্থিত দারুকাদি দাসগণ, (৩) বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ, (৪) হনুমানাদি লীলা-দাসগণ।

১৯৫। শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্যে স্থানে-স্থানে ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্য লক্ষিত হয় ; বিশ্রম্ভ-সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য-ভাব সঙ্কুচিত।

১৯৭। কংস ও তন্নিযুক্ত মল্লগণের বধ সাধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে দেবকী ও বসুদেবের যশোদা ও নন্দের ন্যায় ভাব না হইয়া ঐশ্বর্য্যভাব-প্রাবল্য লক্ষিত,—

দেবকী বসুদেবশ্চ (মাতাপিতরৌ) পুত্রৌ (রামকৃষ্ণৌ) জগদীশ্বরৌ ইতি বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) শঙ্কিতৌ (ভীতৌ সন্তৌ) কৃতসংবন্দনৌ (কৃতপ্রণামৌ) অপি তৌ ন সস্বজাতে (আলি-ঙ্গিতবন্তৌ কিন্তু প্রণতৌ বদ্ধাঞ্জলী স্তুবন্তৌ স্থিতৌ)।

১৯৯। তব ইদং [বিরাড়্রূপং] মহিমানং (মহত্ত্বম্) অজানতা (অননুভবতা) ময়া [প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি] সখা ইতি মত্বা [ত্বাং প্রতি] প্রসভং (হঠাৎ) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইতি যৎ উক্তং (কথিতং) [যৎ চ অসৎকৃতঃ অসি] অহম্ অপ্রমেয়ম্

প্রমাণ-বচন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।২৪)—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধে-
র্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত ।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২০১ ॥

ব্রজে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা-রতিতে কৃষ্ণকে
নিজ-বশ্য-জ্ঞান ঃ—

'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম 'ঐশ্বর্য্য' না জানে ।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ না মানে ॥ ২০২ ॥

(১) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে যশোদার নিজপুত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাহমন্যতাত্মজম্ ॥ ২০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।১৪)—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ ।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২০৪ ॥

(২) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে শ্রীদামাদির সখা-জ্ঞান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।২৪)—

উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০১। দ্বারকায় রুক্মিণীকে কৃষ্ণ পরিহাস করিলে দুঃখ-ভয়শোকে বিনষ্টবুদ্ধি রুক্মিণীর শ্লথবলয় হস্ত হইতে পাখাখানি পড়িয়া গেল ; চুল আলাইয়া পড়িল ; এবং বাত-বিহত কলা-গাছের ন্যায় তাঁহার দেহ সহসা বিক্লব হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল।

২০৩। বেদত্রয়, উপনিষৎসমূহ, সাংখ্যযোগ ও ভক্তিশাস্ত্রের দ্বারা উপগীয়মান-মাহাত্ম্য সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপনার 'পুত্র' বলিয়া জানিলেন।

২০৪। মর্ত্ত্য-শরীরের ন্যায় ব্যক্ত, সেই অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুকে স্বীয় আত্মজ-বুদ্ধিতে যশোদা প্রাকৃত-বালকের ন্যায় উদূখলে দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন।

২০৫। ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন ; ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণী-পুত্র বলদেবকে বহন করিল।

অনুভাষ্য

(অচিন্ত্যপ্রভাবং) তৎ (সর্ব্ববচন-রূপম্ অসৎকার-রূপম্ অপরাধ-জাতং বা) ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি, ত্বং ক্ষমস্ব ইত্যর্থঃ)।

২০০-২০১। একদা স্বগৃহে রুক্মিণী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুরাগ-পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক আপনাকে দীন, নিষ্কিঞ্চিন ও উদাসীন, সুতরাং রুক্মিণীর প্রণয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য-পাত্ররূপে বর্ণন করায় এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র প্রণয় স্থাপন করিতে বলায়, তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণৈকপ্রাণা রুক্মিণীর তাৎকালিকী অবস্থা বর্ণন,—

সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (সুদুঃখম্ অত্যন্তদুঃখম্ অপ্রিয়-শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকঃ অনুতাপঃ তৈঃ বিনষ্টা বুদ্ধিঃ যস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ তস্যাঃ) শ্লথদ্বলয়তঃ (শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ) হস্তাৎ ব্যজনং (বীজনযন্ত্রং) পপাত। বিক্লবধিয়ঃ (বিক্লবা অবশা ধীঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) দেহঃ চ সহসা এব মুহ্যন্ কেশান্ প্রবিকীর্য্য (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্য) বাতবিহতা (বায়ুতাড়িতা) রম্ভা (কদলীবৃক্ষঃ) ইব পপাত।

২০২। কেবলার শুদ্ধপ্রেম-মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভক্ত বুঝিতে পারে না। ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কেবলা-রতিপরায়ণ ভক্ত নিজ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

২০৩। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যশোদার তত্ত্বজ্ঞান-হেতু সম্ভ্রমবুদ্ধি আসিতেই পুনরায় কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার সহজ-মমতা-প্রবল হৃদয়ে কৃষ্ণস্নেহ গাঢ়তর হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল,—

ত্রয্যা (কর্ম্মপাসনাময়ৈঃ ঋগ্‌যজুঃসাম-বেদৈঃ) [ইন্দ্রাদি-রূপেণ ইতি], উপনিষদ্ভিঃ (বেদোত্তর-জ্ঞানকাণ্ডাত্মক-শ্রুতিভিঃ) ['ব্রহ্ম' ইতি], সাংখ্যৈঃ ['পুরুষঃ' ইতি], যোগৈঃ ['পরমাত্মা' ইতি], সাত্বতৈঃ (পঞ্চরাত্রাগমৈঃ) ['ভগবান্' ইতি] উপগীয়মান-মাহাত্ম্যম্ (উপগীয়মানম্ ঈড্যমানং মাহাত্ম্যং যস্য তং) হরিং সা (কেবলরতিবিশিষ্টা যশোদা) আত্মজং (তনয়ম্) অমন্যত।

২০৪। মাতার স্নেহদর্শনার্থ লীলাময় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করায় ক্রুদ্ধা যশোদার ব্যবহার বর্ণন,—

অব্যক্তং (জড়েন্দ্রিয়াদ্যবিষয়ম্) অধোক্ষজম্ (অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং যেন তং স্বয়ং ভগবন্তং) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (জীবানুকম্পয়া স্বীকৃত-নরতনুম্) আত্মজং (পুত্রং) মত্বা গোপিকা (যশোদা) প্রাকৃতং বালকং [মাতা] যথা, (তথা) দাম্না (রজ্জুনা) উলুখলে (উদূখলে) ববন্ধ (বন্ধনার্থং যত্নবতী আসীৎ)।

২০৫। ব্রজবনে গোচারণকালে রামকৃষ্ণকে হরণার্থ ছদ্মবেশী গোপরূপী প্রলম্বাসুরের আগমনদর্শনে কৃষ্ণ তাহাকে মোহিত

(৩) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে শ্রীরাধার স্ববশ্য কান্ত-জ্ঞান ঃ—

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাম্ ।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ২০৬ ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ২০৭ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৬-২০৮। "কামযান গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করিতেছেন"—এইরূপ অহঙ্কারে রাধিকা (আপনাকে সর্ব্বগোপী হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং অবশেষে) বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল।" রাধিকা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ কহিলেন,—"আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" এই বলিয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে সেই কৃষ্ণবধূ রাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

করিয়া গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় ও শ্রীরামপক্ষীয় সখাগণকে পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ক্রীড়ামত্ত করাইয়া ভাণ্ডীর-বনে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় সখাগণের পরাজয়-হেতু স্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাদের শ্রীরামপক্ষীয় সখাগণকে বহন-চেষ্টা-বর্ণন,—

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ (সন্) শ্রীদামানং, ভদ্রসেনঃ বৃষভং, প্রলম্বঃ (গোপবালকবেষী কপটী অসুরঃ) রোহিণীসুতং (ভাবি-তন্মৃত্যুরূপং বলদেবম্) উবাহ।

২০৬-২০৮। রাসক্রীড়া হইতে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীমতীর অহঙ্কার হওয়ায় গর্ব্বোক্তি,—

অসৌ প্রিয়ঃ (কৃষ্ণঃ) কামযানা (কামো যানম্ আগমন-সাধনং যাসাং তাঃ) গোপীঃ (সর্ব্বাঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) মাং (রাধিকাং) ভজতে ইতি দৃপ্তা (গর্ব্বিতা সতী) সা (রাধিকা) আত্মানং (স্বাং) সর্ব্বযোষিতাং (সকলগোপীনাং মধ্যে) বরিষ্ঠাং (শ্রেষ্ঠাং) মেনে ; ততঃ (এবমভিমানানন্তরং) বনোদ্দেশং (কানন-প্রদেশবিশেষং) গত্বা "অহং চলিতুং ন পারয়ে (শক্নোমি, অতঃ) যত্র (স্থানে) তে (তব) গন্তুং মনঃ (অভিলাষঃ), [তত্র হে কেশব,] মাং নয় (বহ)", ইতি সা কেশবম্ অব্রবীৎ। এবম্ উক্তঃ [সন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং] প্রিয়াং (রাধিকাং) [মম] স্কন্ধম্

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥২০৯

শান্তরসের গুণ-ও স্বরূপ ঃ—

শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি শ্রীমুখ-গাথা ॥ ২১০ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৪৭)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৯। হে কৃষ্ণ, আমরা পতি, পুত্র, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধব, সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি ; আমাদের আসিবার কারণ তুমি জান,—তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে ধূর্ত্ত, রাত্রিকালে যোষিৎগণকে কে এরূপ পরিত্যাগ করে?

২১০। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শম'-ধর্ম্মটী উদিত হয় ; শম-ধর্ম্ম হইতে 'শান্ত'-রস, সুতরাং শান্তরসে—কৃষ্ণই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ ; সমস্ত বিশ্বই (কৃষ্ণে আশ্রিত হইয়াও কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ অন্য) 'ইতর' বস্তু—এই নিষ্ঠা লক্ষিত হয়।

২১১। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শমগুণ'—এই ভগবদ্বাক্যক্রমে বুঝিতে হইবে যে, শান্তিরতি বিনা তন্নিষ্ঠা—দুর্ঘট।

অনুভাষ্য

আরুহ্যতাম্ ইতি আহ ; ততঃ [লীলা-বিলাসী] কৃষ্ণঃ চ অন্তর্দধে (অন্তর্হিতঃ আসীৎ) ; [তদ্দৃষ্ট্বা] সা বধূ (রাধিকা) চ অন্বতপ্যত (অনুতাপবতী)।

২০৯। গোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায়, কৃষ্ণের উদ্দেশে বিরহকাতরা গোপীগণের বিলাপ-গীতি,—

হে অচ্যুত, গতিবিদঃ (অস্মদাগমনং জানতঃ, গীতগতীর্ব্বা জানতঃ, যদ্বা গতিবিদঃ বয়ং) তব উদ্গীতমোহিতাঃ (উদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ বয়ং গোপ্যঃ) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চ সর্ব্বান্) অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (সমীপম্) আগতাঃ ; হে কিতব, (বঞ্চনশীল শঠ,) নিশি এবম্ভূতাঃ যোষিতঃ (স্বয়মাগতাঃ) [ত্বাং ঋতে] কঃ ত্যজেৎ [ন কোঽপীত্যর্থঃ]।

২১০। শান্তরসে জড়ভোগবুদ্ধি অপনোদিত হইলে জীবের স্বরূপবুদ্ধির উদয় হয়। তাঁহার নিত্য স্বরূপই কৃষ্ণে নিত্য এক-নিষ্ঠতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে নিজ-মুখে বলিয়াছেন যে, 'শম'-শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৩৩)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ২১২ ॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥ ২১৩ ॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের 'দুই' গুণে ॥ ২১৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২১৫ ॥

সকল ভগবদ্ভক্তেই শান্ত-রস অনুস্যূত ঃ—

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের 'শব্দ'-গুণ যেন ভূতগণে ॥ ২১৬ ॥

শান্তরসে—কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-ভাব ঃ—

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
'পরংব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ২১৭ ॥

দাস্যরসে—শান্তরস + সেবা ঃ—

কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয় শান্তরসে।
'পূর্ণৈশ্বর্য্যপ্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে ॥ ২১৮ ॥
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর।
'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ২১৯ ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক—'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ ॥ ২২০ ॥

সখ্যরসে—শান্ত ক্রোড়ীকৃত দাস্যরস + বিশ্রম্ভ-মমতা ঃ—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের 'সম্ভ্রম-গৌরব'-সেবা, সখ্যে 'বিশ্বাস'-ময় ॥২২১॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন !! ২২২ ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন ॥ ২২৩ ॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥ ২২৪ ॥

বাৎসল্য-রসে—দাস্য-ক্রোড়ীকৃত সখ্যরস + কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ঃ—

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম—'পালন' ॥ ২২৫ ॥
সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥ ২২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শম' গুণ, ইন্দ্রিয়সংযমকে 'দম', দুঃখ-সহনের নাম 'তিতিক্ষা', জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম 'ধৃতি'।

২১৪-২২৭। কৃষ্ণে একনিষ্ঠা, আর (তাহা হইতে) ইতর-বস্তুতে তৃষ্ণা-ত্যাগ—এই দুইটী শান্ত রসের গুণ। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সকল-ভূতেই আকাশের 'শব্দমাত্র গুণ' ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্তরসে এই দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা ('আমারই তিনি' এই ধর্ম্মটি) নাই, সুতরাং সেই রসের উপাস্য-বস্তু—'পরব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ইত্যাদি ; এই উপাসনা-ক্রিয়াটি—জ্ঞান-প্রধান। 'সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমিই তাঁহার নিত্যদাস'—এইরূপ মমতা-জ্ঞান যখন তাঁহাতে সংযুক্ত হয়, তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয় ; তথাপি তাহাতে 'ঈশ্বরজ্ঞান' ও সম্ভ্রমরূপ 'গৌরব' প্রচুরভাবে থাকে। শান্তরসে—'সেবা' থাকে না, দাস্যরসেই সেবা আরম্ভ হয়। দাস্যরসে—শান্তের গুণ ও 'মমতা'—এই দুইটী গুণ দেখা যায়। আবার, সখ্যরসে—শান্তের গুণ ও দাস্যের গুণ ত' আছেই, তাহাতে বিশ্বাসময় প্রেমও একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নামই 'বিশ্রম্ভ', সেই বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রম নাই, সুতরাং সখ্যরসে 'তিনটী' গুণ। দাস্যে যে 'মমতা' ছিল, সখ্যে 'আত্মসম'

অনুভাষ্য

২১১। বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা) 'শমঃ' ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ (উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্) ; এতাং শান্তরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা (ভগবন্নিষ্ঠা) দুর্ঘটা (দুর্ঘটনীয়া)।

২১২। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (ন তু শান্তিমাত্রং) 'শমঃ' : ইন্দ্রিয়সংযমঃ [ন চৌরাদি-দমনং] 'দমঃ' ; দুঃখসংমর্ষঃ (আত্মকৃতবিপাকস্য, বিহিত-দুঃখস্য বা, সম্মর্ষঃ সহনং, ন তু ভারাদেঃ) 'তিতিক্ষা' ; জিহ্বোপস্থ জয়ঃ (জিহ্বোপস্থয়োঃ জয়ঃ বেগধারণং, ন তু অনুদ্বেগমাত্রং) 'ধৃতিঃ'।

২১৩। কৃষ্ণ ব্যতীত বস্তুতে তৃষ্ণারাহিত্যই শান্তরসের কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য ; সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত।

২১৪। দুই গুণে—অর্থাৎ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে বা দ্রব্যে লোভ-ত্যাগ।

২১৫। মধ্য, ৯ম পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৬। সবভক্তজনে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচপ্রকার ভক্তেই অবস্থিত।

'আকাশের শব্দগুণ'—মধ্য, ৮ম পঃ ৮৫-৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আপনারে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান।
'চারি' গুণে বাৎসল্য রস—অমৃত-সমান ॥ ২২৭ ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ—ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে ॥ ২২৮ ॥

পদ্মপুরাণে 'দামোদরাষ্টকে'—

ইতীদৃক্‌স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ২২৯ ॥

মধুররসে—দাস্য ও সখ্য-ক্রোড়ীভূত বাৎসল্য + নিজাঙ্গ-দ্বারে সেবা ঃ—

মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয় ॥ ২৩০ ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মুধর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ ॥ ২৩১ ॥

আকাশাদির শব্দাদি যেমন ক্ষিতির গন্ধগুণে পর্য্যবসিত, তদ্রূপ মধুর-রসে অবশিষ্ট চারিরস অনুস্যূত ঃ—

আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক-দুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ২৩২ ॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২৩৩ ॥

প্রভুর এই দিগ্‌দর্শন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিস্তারিত ঃ—

এই ভক্তিরসের করিলাঙ, দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ ২৩৪ ॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু-পারে ॥" ২৩৫ ॥

প্রয়াগ হইতে প্রভুর কাশী যাত্রা ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ ২৩৬ ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর অনুগমনার্থ শ্রীরূপের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

"আজ্ঞা হয়, আসি মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥" ২৩৮ ॥

শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাইতে এবং পরে তথা হইতে পুরীতে মিলিতে আজ্ঞা-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার কর্ত্তব্য, আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি, যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৩৯ ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া ॥" ২৪০ ॥

প্রভুর নৌকারোহণ, শ্রীরূপের মূর্চ্ছা ঃ—

তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা তেঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥ ২৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়া তাহাই বৃদ্ধি পাইল। বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন 'পালন'রূপে পরিণত ; বিশেষতঃ সখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরব-গুণ ও মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার এবং আপনাকে 'পালক'-জ্ঞান ও কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান—এবম্বিধ চারিরসের গুণে 'বাৎসল্য' অমৃতসমান হইয়াছে।

২২৯। হে ভগবন্, আমি তোমাকে শত শতবার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি ; যেহেতু, এইপ্রকার স্বীয় লীলাদ্বারা তুমি গোপী-দিগকে আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জিত কর এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তদের নিকট তুমি যে ভক্ত-পরাজিত, তাহা জানাও।

অনুভাষ্য

২২৮। ঐশ্বর্য্যপ্রধান জ্ঞানিগণ কৃষ্ণের নিজভক্তবশ্যতা-গুণ বলিয়া থাকেন।

২৩০। ইতি (অনয়া দামোদরলীলয়া) ঈদৃক্‌স্বলীলাভিঃ (ঈদৃশীভিঃ দামোদরলীলাসদৃশীভিঃ স্বাভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ) স্বঘোষং (স্বস্য প্রেমবতঃ গোপাদীন্ সর্ব্বমেব) আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং (পরমসুখবিশেষমনুভবন্তং) তদীয়েশিতজ্ঞেষু (ভগ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩০-২৩৪। শান্তের 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', দাস্যের 'অতিশয় সেবা', সখ্যের 'অসঙ্কোচ সেবা' ও বাৎসল্যের 'মমতাধিক্যে লালন'—এইসকল-ভাবে আবার কান্তা-ভাব-গত 'নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা' দৃঢ়রূপ সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট 'মধুর-রস' হয়। তাহাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার আছে। অতএব আস্বাদাধিক্যক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে কথিত এই ভক্তি-রসের সূত্র বিচারপূর্ব্বক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রূপ শাস্ত্র উদয় করাইবে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

বদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তেষু) ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্ (আত্মনো ভক্তবশ্য- তাম্) আখ্যাপয়ন্তং (প্রথয়ন্তম্) ত্বাম্ (ঈশ্বরং) প্রেমতঃ (ভক্তি-বিশেষেণ) শতাবৃত্তি (যথা স্যাৎ তথা শতবারান্) অহং বন্দে।

২৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ ও অনুপমের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪২ ॥

প্রভুর কাশী-আগমন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥ ২৪৩ ॥

বৈদ্য শেখরের স্বপ্নানুসারে প্রভুকে দর্শন ও স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৪ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৫ ॥

প্রভুকে তপনমিশ্রের এবং বলভদ্রকে চন্দ্রশেখরের নিমন্ত্রণ ঃ—

তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৬ ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৭ ॥

কাশীতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি' ।
"এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ কৃপা করি' ॥ ২৪৮ ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥" ২৪৯ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-হেতু প্রভুর ভক্ত-প্রার্থনায় সম্মতি ঃ—

প্রভু জানেন—'দিন পাঁচ-সাত সে রহিব ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥' ২৫০ ॥

প্রভুর তপনমিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থান ঃ—

এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার ।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫১ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা ।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫২ ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল ।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা-শ্রবণে চৈতন্যচরণে প্রেমভক্তি-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে ।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ-পরিচ্ছেদঃ ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতন গোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন,—'মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন।' বন্দিশাল-রক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া-পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশায় সনাতনের আতিথ্য-বিধান করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তৎসমীপে স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থরূপ জানিয়া ভূঞাকে প্রদান করিয়া তিনি পর্ব্বতময় দেশ অতিক্রম করিলেন। পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে তদীয় ভগ্নীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছিলেন ; মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। সঙ্গের ভোট-কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপন্ন করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণশক্তি' বুঝাইলেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়-রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ-সকলের বিচার করিয়া দিলেন ; অতঃপর পুরুষাবতারের মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যা-বেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড-বয়স-ভেদে লীলাসকল এবং কিশোর-লীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)